বেদের গান

অর্থাৎ

বৈদিক মন্ত্রের সরল পদ্যানুবাদ

প্রথম খণ্ড।

শ্রীশশিভূষণ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ।

প্রকাশক—
শ্রীসন্তোষ কুমার চট্টোপাধ্যায়, বি,এ,
শ্রীরামপুর, চৌধুরীপাড়া লেন।

☞ এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের লভ্যাংশ শ্রীরামপুর আর্ত্তত্রাণ সমিতিকে দেওয়া হইল।

মূল্য চারি আনা মাত্র।

বেদের গান।

অর্থাৎ

বৈদিক মন্ত্রের পদ্যানুবাদ

মেঙীর, দুর্ভিক্ষ-বিক্রম, আকাশবাণী সমানেসমান প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা

শ্রীশশিভূষণ কাব্যতীর্থ

প্রণীত

শ্রীইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

সংশোধিত

শ্রীসন্তোষকুমার চট্টোপাধ্যায় বি এ, কর্ত্তৃক

প্রকাশিত

প্রথম সংস্করণ।

শ্রীরামপুর

সন ১৩৪২ সাল, ১লা বৈশাখ।

শ্রীরামপুর, গোঁসাই প্রেসে
শ্রীগোপাল চন্দ্র গোস্বামী
কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

ভূমিকা

বহুদিন হইল বঙ্গদেশ হইতে বেদের চর্চ্চা বিলুপ্ত হইয়াছে। বঙ্গের গৌরব নব্যন্যায়ের লীলানিকেতন নবদ্বীপধাম যখন রঘুনাথ, জগদীশ, গদাধর প্রভৃতি নৈয়ায়িকগণের নিত্যনূতন গবেষণায় এবং নিত্যনূতন তর্কের আন্দোলনে মুখরিত ছিল, এবং স্মার্ত্ত-শিরোমণি রঘুনন্দনের স্মৃতিশাস্ত্রসম্বন্ধীয় জ্ঞানগবেষণায় উন্নতির চরমশিখরে উঠিয়া সমগ্র ভারতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল; সেই সময়েও বেদের তাদৃশ আলোচনা ছিল না বলিয়াই ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়।

আক্ষেপের বিষয়, বৈদিকযুগে গার্গী, মৈত্রেয়ী, বাক্, বিশ্ববারা, অপালা, প্রভৃতি রমণীগণও বৈদিক মন্ত্রের যথেষ্ট সমালোচনা করিয়া ভারতীয় ব্রহ্মবিদ্যার কুঞ্জমধ্যে যোগ্য আসন পাইয়াছেন। কিন্তু বর্ত্তমানে অনেকেই সায়নভাষ্যের রহস্য উদ্‌ঘাটনে ঔদাস্য প্রকাশ করেন। অথচ হিন্দুর বিবাহ, উপনয়ন, চূড়াকরণ প্রভৃতি সংস্কার কিংবা পিতৃলোকের শ্রাদ্ধাদি কার্য্য, এমন কি নিত্যকর্ম্ম সন্ধ্যা-বন্দনাদি সকল কর্ম্মই প্রায় বেদোক্ত মন্ত্রে নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। পাশ্চাত্য-শিক্ষা-প্লাবিত ভারতবর্ষে অদ্যাপি সেই বৈদিকমন্ত্রদ্বারা পুরোহিতগণ হিন্দুগৃহস্থের দশকর্ম্ম এবং পূজা-পাঠ-নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছেন। সমাজে যাহা দেখা যায় তাহাতে মনে হয়, অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তিই ইহার মন্ত্রার্থ বুঝিয়া এই সকল ক্রিয়া-কর্ম্ম-নির্ব্বাহ করিতে পারেন।

মন্ত্রগুলি মুখস্থ করিয়া ডোঙ্গাটীর সরলভাবে অথবা বক্রভাবে স্থাপন করিবার পদ্ধতি যিনি জানেন, তিনিই বর্ত্তমান সমাজে ক্রিয়াদক্ষ সুপণ্ডিত পুরোহিত বলিয়া পূজিত হইয়া থাকেন। বৈদিক মন্ত্রের অর্থ-নির্দ্ধারণে তাঁহার তাদৃশ প্রচেষ্টা দেখা যায় না। কিন্তু এরূপ পুরোহিতের সংখ্যাও বিরল।

শুনিয়াছি, কাশীবাসী অশেষশাস্ত্রাধ্যাপক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ কবিরত্ন মহাশয় সমাজের এই ত্রুটী সংশোধনে বদ্ধপরিকর হইয়া বৈদিকমন্ত্রের অধ্যাপনায় অনেক সময় অতিবাহিত করিতেছেন এবং নানাবিধ পুস্তক প্রণয়ন করিয়া সমাজের প্রভূত মঙ্গল সাধন করিয়াছেন। বৈদিক মন্ত্রের মর্ম্ম বাংলা কবিতাকারে প্রকাশিত হইলে আমার বন্ধুগণ মাঝে মাঝে পাঠ করিয়া যদি একটু প্রীতি লাভ করেন, তাহা হইলে শ্রমসার্থক হইবে। আশা করি, বিজ্ঞমণ্ডলী বৈদিকমন্ত্রের বিবিধ অনুবাদ ও টীকা-টিপ্পনী রচনা করিয়া বাংলা বৈদিক-সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিবেন। পরিশেষে ইহাও বক্তব্য যে, এই সংস্করণের বিক্রয়লব্ধ অর্থ আর্ত্তত্রাণ-সমিতি নামক আশ্রমের দরিদ্রনারায়ণের সেবাকার্য্যে ব্যয়িত হইবে।

বিনীত

গ্রন্থকার।

(অমর-তরু)

বেদের ভাষা নয়কো খাসা, তাসপাশাতে বোঝা যায়।
চাষার গানও নয়কো এটা, মাঠের মাঝে শুনতে পায়।
নয়কো এটা কবির টপ্পা, মনমজানো ঠুংরী গান,
নয়কো এটা কাব্যকুঞ্জের কোকিল পাখীর কুহু তান ॥
শুয়ে পড়া নাটক নভেল নয়কো এ গালগল্প ঝাড়,
আর্য্যধর্ম্মে—হীরের খনি তৈরী এটা বিধাতার ॥
কিংবা এটা যুগ যুগান্তর দাঁড়িয়ে আছে ডাল তুলে—
অমর লোকের অমর তরু,—আসচে সবাই এর মূলে ॥
অমর-তরু নয়কো সরু, গুরুর কাছে শিখতে হয়
ধাপে ধাপে ওঠার ফিকির, ধাপ্পাবাজীর কর্ম্ম নয় ॥
যার যা খুসি চাইলে পরে দিচ্ছে তারে তেম্নি ফল,—
ধাত্ বুঝে পায় কিন্তু তা'রা, আছে গোড়ায় এমনি কল ॥
ব্যাস, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, জনক পেলেন ব্রহ্মজ্ঞান,
ইন্দ্র, চন্দ্র নিলেন স্বর্গ, গোরা পেলেন প্রেমের বাণ ॥
যাগ, যজ্ঞ, কর্ম্ম-মার্গী ধরে' স্বর্গ লাভ করে'
ভোগীরা সব লুঠ্চে মজা, এরি একটা ডাল ধরে ॥
চরক্ নিলে লতা পাতা ওষুধ পত্র মূল্যবান্,
সঞ্জীবনীসুধার কলস পেলেন শুক্র ভাগ্যবান্ ॥

গোলাগুলির মাল মশলা পেলেন কবি এর কাছে,
রাগ-রাগিণীর পর্দ্দাগুলো তোলা ছিল এই গাছে।
গন্ধর্ব্বেরা পেয়েছে গান-মিহির খনা আঁক নিলে,
(এখন) ভুলে রাস্তা পরের বস্তা৷ সস্তায় কিনি সব মিলে ॥*

কবি (শুক্রাচার্য্য) অথর্ব্ববেদ হইতেই শতঘ্নী (কামান) নালিকাস্ত্র (বন্দুক) প্রভৃতির বারুদ প্রস্তুতের প্রণালী সংগ্রহ করিয়াছেন। (শুক্রনীতি দ্রষ্টব্য)

(বেদের মোটামুটি পরিচয়)

ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব এই চারি বেদ। ইহার একটু প্রমাণ ছান্দোগ্য উপনিষদের ৭ম অধ্যায়ের ১ম খণ্ডে পাওয়া যায়।*

একদা নারদ ঋষি উপস্থিত হ'য়ে
সনৎকুমারের কাছে কহিল বিনয়ে ঃ—
দেহ বিদ্যা তপোধন! তুমি হে বিদ্বান্।
শুনি কন, আছে তব কি কি শাস্ত্র-জ্ঞান?
কহিলা তখন শিষ্য, ঋক্, যজুঃ, সাম,
অথর্ব্ব পড়িয়া হই সিদ্ধ মনস্কাম;
নীতি, তর্ক, জ্যোতিষাদি পড়েছি পুরাণ,
গণিত ও কলা বিদ্যা করেছি সন্ধান;
ধনুর্ব্বেদ বিজ্ঞানাদি পড়েছি যতনে,
ব্রহ্মবিদ্যা শিখিবারে এসেছি চরণে॥

* ঋগ্বেদং ভগবোঽধ্যেমি যজুর্ব্বেদং সামবেদ-
মাথর্ব্বণং চতুর্থ মিতিহাস পুরাণং পঞ্চমং বেদানাং
বেদং পিত্র্যং রাশিং দৈবং নিধিং বাকো বাক্য
মেকায়নং দেববিদ্যাং, ব্রহ্মবিদ্যাং, ভূতবিদ্যাং
ক্ষত্রবিদ্যাং, নক্ষত্রবিদ্যাং সর্পদেবজন-
বিদ্যামেতদ্ ভগবোঽধ্যেমি॥ (ছান্দোগ্য)

বেদ আবার দুই ভাগে বিভক্ত। কর্ম্মকাণ্ড এবং জ্ঞানকাণ্ড। কর্ম্ম-কাণ্ডকে সংহিতা ও ব্রাহ্মণ এবং জ্ঞানকাণ্ডকে আরণ্যক ও উপনিষদ্ কহে। বেদের যে অংশ কর্ম্মকাণ্ড প্রতিপাদন করিতেছে তাহাই ব্রাহ্মণ ও সংহিতা নামে অভিহিত; আর যে অংশ জ্ঞানকাণ্ডপ্রতিপাদক তাহার নাম আরণ্যক ও উপনিষদ্। কর্ম্মকাণ্ডের ফল স্বর্গ এবং জ্ঞানকাণ্ডের ফল মোক্ষ।

হিন্দুর বিশ্বাস, বেদ কাহারও রচিত নহে। বৃহদারণ্যকের ২য় অধ্যায়ে ৪র্থ ব্রাহ্মণে এইরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়।

ব্রহ্মের নিঃশ্বাস এই বেদ চতুষ্টয়,
উপনিষদাদি বিদ্যা তাঁহা হতে হয়॥§

ঋষিগণ মন্ত্রদ্রষ্টা মাত্র। যে ঋষি যে মন্ত্রে সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন তিনিই সেই মন্ত্রের ঋষি।

বাংলা ভাষায় যেমন পয়ার ত্রিপদী প্রভৃতি ছন্দ আছে, সংস্কৃত কাব্যে যেমন মালিনী, ইন্দ্রবজ্রা, স্রগ্ধরা প্রভৃতি ছন্দ আছে, সেইরূপ বৈদিক মন্ত্রগুলিও ত্রিষ্টুপ, অনুষ্টুপ, গায়ত্রী, বৃহতী, জগতী প্রভৃতি ২১টী ছন্দে রচিত হইয়াছে।

এক একটী মন্ত্র এক একটী কার্য্যে প্রযুক্ত হয়; তাহাকেই বলে বিনিয়োগ। আর একটী কথা বলিয়া রাখি; মন্ত্রে যেখানে জল, মাটী প্রভৃতিকে স্তব করা হইতেছে, বুঝিতে হইবে, সেই স্থানে তত্তদধিষ্ঠাত্রী দেবতার আরাধনা বুঝাইতেছে। জড় পদার্থের উপাসনা কি? ঐ সকল পদার্থমধ্যে পরমেশ্বরের

---

§অস্যমহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিত মেতদ্ যদৃগ্বেদো
যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ
পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূত্রাণ্যনুব্যাখ্যা
নান্যস্যৈবৈতানি সর্ব্বাণি নিঃশ্বসিতানি॥ (বৃহদারণ্যক)

যে বিভূতি আছে তাঁহারই উপাসনা মাত্র।

এখন বৈদিক মন্ত্রের মধ্যে সন্ধ্যামন্ত্রের অনুবাদই প্রথম কর্ত্তব্য মনে করিয়া ত্রিবেদীয় সন্ধ্যার পদ্যানুবাদ করিলাম। পরে ব্রহ্মযজ্ঞ, দেবীসূক্ত, সঙ্কল্পসূক্ত, ঘটস্থাপন, শ্রাদ্ধমন্ত্র, বিবাহ, উপনয়ন, হোম প্রভৃতির অনুবাদ ক্রমশঃ দেওয়া হইয়াছে। সন্ধ্যা মন্ত্রাদির প্রচলিত পাঠ এবং পণ্ডিতপ্রবর শ্যামাচরণ কবিরত্ন মহাশয়ের সংশোধিত পাঠ "আহ্নিককৃত্য" নামক পুস্তকে প্রদর্শিত হইয়াছে। আমি সেইগুলি ও তৎকৃত "বাদ প্রতিবাদ" পাঠ করিয়া কবিরত্ন মহাশয়ের পাঠগুলিই সমীচীন মনে করিয়া তাঁহার পাঠই রাখিয়াছি।

মূল বেদ, ভাষ্য, গৃহ্যসূত্র প্রভৃতি সমালোচনা করিয়া কবিরত্ন মহাশয় চিরাচরিত কুসংস্কারের তমসাচ্ছন্নপথে যে উজ্জ্বল আলোকশিখাটী ধরিয়াছেন তাহাতে অনেক সাধকই সহজে সাধনার সরল সুগম পথটী দেখিয়া লইতে পারিবেন বলিয়া বিশ্বাস করি। এই গুরুতর কার্য্যে ভ্রম প্রমাদ যথেষ্ট থাকিবারই কথা, সুধীগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার দোষসংশোধনে যত্নবান্ হইবেন, এইমাত্র আমার প্রার্থনা ইতি—

বিনীত—

গ্রন্থকার।

ওঁ নমঃ পরমাত্মনে

(মঙ্গলাচরণ)

ভক্ত-বিমল-ভক্তি-কমল-পূজিত-পদপঙ্কজম্।
মন্দপবনচালিত-নব-ফুল্লকুসুম-শোভিতম্॥
নন্দন-বন-ফুল্ল-কুসুম-চন্দন-চয়-চর্চ্চিতম্।
নির্ম্মল নব সুন্দর তব দেহি বিবুধ-বাঞ্ছিতম্॥

কিন্নর-সুর-মানব-গণ-বন্দিত! মম মানসম্।
রঞ্জয় যদি পুণ্য-কিরণ! গচ্ছতি কিল কল্মষম্॥
তপ্তহৃদয়-ভক্ত-মনুজ-সিক্তকরণ-কারণম্।
দেহি চরণমীশ্বর তব জন্মমরণ-বারণম্॥

কেশব মাধব দেহি দয়ালবমীপ্সিত বৈষ্ণববাসম্।
রাঘব মামব মানব-দানব-বৈষ্ণব-বান্ধব-দাসম্॥
মহ্যমীপ্সিত চিন্ময় শাশ্বত পালয় পালক দীনম্।
কৃষ্ণ কৃপাময়! দেহি পদাশ্রয় তারয় তারক হীনম্

সন্ধ্যা শব্দের অর্থ।

*পরম পুরুষ-সমীপে সবার যেই উপাসনা বিধান রয়।
দিবস-রজনী-সন্ধি-সময়ে, সুধীগণ তারে সন্ধ্যা কয়॥

সন্ধ্যা পরমারাধ্য পরমেশ্বরের উপাসনা। পরমেশ্বর নিরাকার হইলেও সাধকদিগের কল্যাণের জন্য তাঁহার §নানা-মূর্ত্তি-পরিগ্রহের কথা শাস্ত্রে শুনিতে পাই। নিরাকার ব্রহ্ম ধ্যানের অতীত, সুতরাং সূর্য্য, অগ্নি, জল প্রভৃতি ব্রহ্মের

*উপাস্তে সন্ধিবেলায়াং নিশায়া দিবসস্য চ।
তামেব সন্ধ্যাং তস্মাত্তু প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥

§"সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা।"

দৃশ্যমান সকল পদার্থই সেই ব্রহ্মের স্থূলরূপ; এই তত্ত্বটী নিম্নলিখিত গান-খানিতেও পাওয়া যায়।

সকলি তোমারি রূপ রূপময় ঘনশ্যাম।
তোমারে যে ভালবাসে তার সিদ্ধ হয় মনস্কাম॥
বসন্ত-কোকিল-কুল-কাকলী মাঝারে রও
নিশীথে বেহাগে, নাথ, সাঁঝের পূরবী হও।
তটিনীর কলতানে,
ভ্রমরের গুঞ্জনে
গাহিছ গৌরবগীতি ভক্ত সেজে অবিরাম।
কুসুম-সুরভিরাশি, চাঁদের বিমলহাসি
মলয়-সমীরে মিশি কালশশী গুণনাম॥
নানারূপে, ওহে সখা, ভকতে দিতেছ দেখা,
আকাশের অঙ্গে আঁকা তব রূপ অভিরাম॥

স্থূল রূপই ধ্যানের বিষয়। গোভিলাদি ঋষিগণ বেদ ও তাহার ব্রাহ্মণ অবলম্বন করিয়া সন্ধ্যাসূত্র প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। সন্ধ্যা নিত্যকর্ম্ম। না করিলে পাপ হয়। করিলে ফল আছেই। যম বলেন,—

† নিয়মে রহিয়া সন্ধ্যা-উপাসনা
নিয়ত যাহারা করে।
পাপ-মুক্ত হয়ে যায় ব্রহ্মলোকে
তাহারা দেবতা-বরে ॥

¶ যেই জন করে নিত্য সন্ধ্যা-আরাধনা
করে সেই বিশ্বব্যাপিব্রহ্ম-উপাসনা
দীর্ঘ আয়ুঃ করে লাভ পাপ-মুক্ত হয়,—
যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্য এই কথা কয় ॥

সকালে, দুপুরে কিংবা সন্ধ্যাকালে
যেজন সন্ধ্যায় বিরত হয়।
সেজন অশুচি থাকে অনুক্ষণ,
কর্ম্মে অধিকার নাহিক রয় ॥

উপাসনানি সগুণব্রহ্মবিষয়কানি।" ইতি বেদান্তসারঃ।

† সন্ধ্যামুপাসতে যে তু নিয়তং সংশিতব্রতাঃ।
বিধূতপাপাস্তে যান্তি ব্রহ্মলোকং সনাতনম্ ॥

¶ সন্ধ্যাভূপাসিতা যেন তেন বিষ্ণুরুপাসিতঃ।
দীর্ঘমায়ুঃ স বিন্দেত সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥

শ্রুতিও বলেন, "অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত"।

"সন্ধ্যাহীনোঽশুচি র্নিত্যমনর্হঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।" (দক্ষ)

সামবেদীয় সন্ধ্যা।

*(মার্জ্জন-মন্ত্র)

১। ওঁ শন্ন আপো ধন্বন্যাঃ, শমু নঃ সন্তনূপ্যাঃ।
শন্নঃ সমুদ্রিয়া আপঃ, শমু নঃ সন্ত কূপ্যাঃ॥

কূপ-বারি আর সাগরের জল, মরুদেশ-জাত বিমল নারা ‡।
কল্যাণজনক হোক্ আমাদের জলময়-দেশ-সলিল-ধারা॥

"শমনঃ সন্তু" পাঠ কোনও কোনও পুস্তকে দেখা যায়, পূজ্যপাদ শ্যামাচরণ কবিরত্ন মহাশয় এই পাঠ অশুদ্ধ বলেন।

২। ওঁ দ্রুপদাদিব মুমুচানঃ, স্বিন্নঃস্নাতোমলাদিব।
পূতং পবিত্রেণেবাজ্য-মাপঃ শুন্ধন্তু মৈনসঃ॥

ঘর্ম্মাক্ত-মানব যথা বৃক্ষমূলে গিয়া
হয় ঘর্ম্মমুক্ত-কলেবর,

* মৃজ ধাতুর অর্থ শুদ্ধি। ইহার মাষ্টি রূপ হয়। ণিজন্ত মৃজ ধাতু অনট্ প্রত্যয়ে মার্জ্জন পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। তাহা হইলে মার্জ্জন অর্থ শুদ্ধ করা, দেহ পবিত্র করা। সকলে সকল সময় স্নান করিতে পারে না। কাজেই তাহাদের জন্য ঋষিগণ মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক জলের প্রোক্ষণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহাকে মন্ত্রস্নান বলে। যাজ্ঞবল্ক্য বলেন;

কালদোষাদসামর্থ্যান্ন শক্নোতি যদাম্ভসি
তদা জ্ঞাত্বা তু ঋষিভির্ম্মন্ত্রৈর্দৃষ্টন্তু মার্জ্জনম্॥
শন্নআপস্ত দ্রুপদা আপোহিষ্ঠাঘমর্ষণম্।
এভিশ্চতুর্ভিঋর্গ্ভিশ্চ মন্ত্রৈর্মন্ত্রস্নানমুদাহৃতম্॥

‡ নারা = জল।

অথবা করিয়া স্নান, মলমুক্ত হয়ে
সুপবিত্র হয় নিরন্তর,
সংস্কার-বিধিযোগে পবিত্র যেমন
যত পূজাহোম-ঘৃতরাশি
সেইরূপ সুপবিত্র করুক আমায়
জলরাশি মম পাপ নাশি ॥

৩। ওঁ আপো হি ষ্ঠা ময়োভুব-স্তা ন ঊর্জ্জে দধাতন।
মহে রণায় চক্ষসে ॥

হে সুন্দর ব্রহ্মদরশনে
কর অধিকারী সলিলচয়।
ওহে সুখদাতা! ইহলোকে যেন
অন্নের অভাব নাহিক রয় ॥

৪। ওঁ যো বঃ শিবতমো রস-স্তস্য ভাজয়তেহ নঃ।
উশতীরিব মাতরঃ ॥

পুত্র-হিতৈষিণী জননীরা যথা,
স্তন্যরস সুতে করায়ে পান
কল্যাণ-বিধান করেন নিয়ত
তেমতি কল্যাণ করহ দান।

ওঁ তস্মা অরং গমাম বো, যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ।
আপো জনয়থা চ নঃ ॥

তোমাদের যেই রসে সবে সর্ব্বস্থানে
লভিছে পরম তৃপ্তি, হে জল সকল !
আমরাও পরিতৃপ্ত সেই রস পানে
হই যেন,—এইমাত্র প্রার্থনা কেবল ॥

৬। ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাৎ, তপসোঽধ্যজায়ত। ততোরাত্র্যজায়ত, ততঃ সমুদ্রো অর্ণবঃ॥ ওঁ সমুদ্রাদর্ণবাদধি, সংবৎসরো অজায়ত। অহোরাত্রাণি বিদধদ্ বিশ্বস্য মিষতো বশী। ওঁ সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা, যথাপূর্ব্ব-মকল্পয়ৎ। দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরিক্ষ-মথোস্বঃ॥

(পণ্ডিতবর শ্যামাচরণ কবিরত্ন মহাশয় বলেন, এই চরণে ৩ অক্ষর কম হইতেছে। অতএব স্বঃ স্থলে সুবঃ বলাই উচিত। তাহাহইলে বিরাট অনুষ্টুপ্ হয়।

মহা-প্রলয়ের কালে ছিল মাত্র ব্রহ্ম-পরাৎপর।
ঘোর কৃষ্ণ অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হল চরাচর॥
প্রাক্তন-করম-বশে জনমিল বিশাল জলধি,
তাহা হতে লভে জন্ম জগতের রচয়িতা বিধি॥
রবি শশী নিরমিলা পদ্মযোনি আগেকার মত,
দিবা রাতি সংবৎসর স্বর্গ মহঃ আদি লোক কত॥
আকাশ, পৃথিবী ধাতা করিলা নির্ম্মাণ ;
এইরূপে হল সৃষ্টি, বেদের প্রমাণ॥ (১)

---

(১) এই গানখানিতে সৃষ্টির অনাদিত্ব ভাবটী বেশ বুঝা যায়।

সে যে মস্ত খেলোয়াড়
এক সঙ্কেতে চৌদ্দটা বল লুফ্‌ছে চৌদ্দবার।

(প্রাণায়াম)

৭। ওঁ কারস্য ব্রহ্ম ঋষির্গায়ত্রী চ্ছন্দোঽগ্নি-র্দেবতা, সর্ব্বকর্ম্মারম্ভে বিনিয়োগঃ। সপ্তব্যাহৃতীনাং প্রজাপতির্ঋষির্গায়ত্র্যুষ্ণিগনুষ্টুব্ বৃহতী-পঙ্ক্তি-স্ত্রিষ্টুব্ জগত্য শ্ছন্দাংসি অগ্নি-বায়ু-সূর্য্য-বরুণ-বৃহস্পতীন্দ্র •বিশ্বদেবা দেবতাঃ প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ। গায়ত্র্যা বিশ্বামিত্র ঋষির্গায়ত্রী চ্ছন্দঃ, সবিতা দেবতা, প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ। গায়ত্রী শিরসঃ প্রজপতির্ঋষি ব্রহ্মবায়ুগ্নি সূর্য্যাশ্চতস্রো দেবতাঃ প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ॥

ওঁ কারের ব্রহ্মা ঋষি, ছন্দ গায়ত্রীর,
দেবতা ইহার, জেনো, অগ্নিব্রহ্ম স্থির।
সকল কাজের মূলে প্রয়োগ ইহার;
এইরূপ চিরন্তন আছে ব্যবহার॥

চৌদ্দবারের খেলা হলে, বলগুলোকে ভেঙ্গে ফেলে
আবার নূতন ক'রে তৈরী করে হয়ে হুশিয়ার।
বলের ভেতর পুতুলগুলো খেলচে নিয়ে ডালা কুলো
খাচ্চে কখন কলা মূলো, কচ্চে দিন কাবার।
(আবার) দম ফুরুলে মাটীর কোলে পড়চে শুয়ে চমৎকার।
তার খেলাটী দেখবি যদি, পার হয়ে নে মায়া নদী
নামের কড়ি জমা করে টিকিট কাট রংবাহার॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শোনা যায়—

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন।

বেদান্ত বলেন সৃষ্টি অনাদি।

*প্রাক্তনকর্ম্মফলে অর্থাৎ পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পস্থিত জীবগণের অদৃষ্ট বশতঃ। সৃষ্টির আদি নাই। এই সৃষ্টির প্রবাহ বরাবরই চলিতেছে। কবীন্দ্র রবীন্দ্রের ভাষায় বলিতে হয়, "দীর্ঘজীবনযাত্রী"।

গায়ত্রী, উষ্ণিক্ আর ছন্দ অনুষ্টুপ্।
বৃহতী জগতী, পঙ্‌ক্তি, মধুর-ত্রিষ্টুপ্॥
এই সাত ছন্দ হয় সাত ব্যাহৃতির।
ঋষি হন প্রজাপতি মন্ত্র-দ্রষ্টা ধীর॥
অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য, ইন্দ্র, দেব বৃহস্পতি।
বিশ্বদেব জলাধীশ বরুণ ভূপতি॥
সাতটা দেবতা এর নিশ্চয় জানিবে।
প্রাণায়ামে দ্বিজগণ প্রয়োগ করিবে॥

প্রাণায়াম কি? প্রাণবায়ুব অর্থাৎ শ্বাস প্রশ্বাসেব নিবোধ কবাই প্রাণায়াম। শ্বাসপ্রশ্বাসয়োর্গতিবিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ ইতি যোগসূত্র।

"প্রাণোবায়ুরিতিখ্যাত আয়ামস্তন্নিরোধনম্।"
প্রাণায়াম ইতি খ্যাতো যোগিনাম্ যোগসাধনম্॥ (গন্ধর্ব্বতন্ত্র)

স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে হইলে ব্যায়ামের যেমন প্রয়োজন, প্রাণ রক্ষার্থে প্রাণায়ামও সেইরূপ। প্রাণায়ামে হৃদয় প্রশস্ত প্রাণ পূর্ণ ও মন প্রফুল্ল হয়। শবীর-মধ্যস্থ নানাবিধ রোগের জীবাণু সকল নষ্ট হইয়া যায়।

"ন ভবেৎ কফ রোগশ্চ ক্রূর বায়ুরজীর্ণকম্"
"আমবাতঃ ক্ষয়ঃ কাসো জ্বরঃ প্লীহা ন বিদ্যতে।"

সাধন মার্গেও প্রাণায়ামের প্রয়োজন আছে। প্রাণায়াম ভিন্ন সকল সাধনাই নিষ্ফল। শাস্ত্রে আছে, প্রাণায়ামং বিনা সর্ব্বং সাধনং নিষ্ফলং ভবেৎ। প্রাণায়ামং বিনা মন্ত্র-পূজনে নহি যোগ্যতা॥

সাধকের মুখে শুনিয়াছি—

আমাদের শাস্ত্রে যে সকল ন্যাসের ক্রিয়া প্রচলিত আছে, তাহার সমস্তই অন্তরস্থ বায়ুর ক্রিয়া।

গায়ত্রীর মন্ত্রদ্রষ্টা বিশ্বামিত্রঋষি
প্রাণায়ামে প্রয়োগ ইহার।
সবিতা দেবতা বটে, ছন্দ গায়ত্রীর ;—
এইরূপ আছে ব্যবহার ॥

আপোজ্যোতি-মন্ত্রঋষি দেব প্রজাপতি
ব্রহ্মা, বায়ু, অগ্নি, সূর্য্য ইহার দেবতা।
প্রাণায়াম কার্য্যে লাগে, বৈদিক পদ্ধতি,
পালিবে সাধক, নিত্য স্মরি মন্ত্র-কথা ॥

(পূরক)

৮। নাভৌ রক্তবর্ণং চতুর্ম্মুখং দ্বিভুজং অক্ষসূত্রকমণ্ডলুকরং হংসবাহনস্থং ব্রহ্মাণং ধ্যায়ন্। ওঁ ভূঃ, ওঁ ভূবঃ, ওঁ স্বঃ, ওঁ মহঃ, ওঁ জনঃ, ওঁ তপঃ, ওঁ সত্যং।

৯। ওঁ তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো য়ো নঃপ্রচোদয়াৎ ॥

১০। ওঁ আপো জ্যোতী রসোঽমৃতং ব্রহ্মভূর্ভুবঃ সুবরোঁ ॥ *

নাভিদেশে করি ধ্যান, কমণ্ডলুধারী,
রক্তবর্ণ চতুর্ম্মুখ রাজহংসচারী।
অক্ষমালা করে যাঁর দ্বিভুজব্রহ্মায়
মরামর-চরাচর-বিশ্ববিধাতায় ॥

পূজ্যপাদ কবিরত্ন মহাশয় বলেন—

*"ইহা কৃষ্ণযজুর্ব্বেদের মন্ত্র। উহাতে স্বঃ স্থলে সুবঃ আছে।" এবং এই ধ্যানটী কাম্য। ব্রহ্মাণং কেশবং শম্ভুং ধ্যায়ন্মুচ্যেত বন্ধনাৎ ইতি বৃহস্পতিবিষ্ণুধর্ম্মোত্তর বচনাৎ ধ্যানং কাম্যমিত্যাহুঃ।—আহ্নিকতত্ত্ব। সুতরাং করা না করা ইচ্ছাধীন।

পৃথিব্যাদি সপ্তলোক করে প্রকাশিত
আপনার জ্যোতির ছটায়।
প্রচণ্ড-মার্ত্তণ্ড-তেজঃ-প্রাণভূত যিনি—
পরব্রহ্ম ভর্গ বলি তাঁয় ॥
জন্ম-মৃত্যু-নাশ-হেতু উপাস্য দেবতা—
করি তাঁরে সতত চিন্তন।
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ বিষয়ে মোদের
বুদ্ধি-বৃত্তি করেন প্রেরণ।
তৃণ-গুল্ম-বৃক্ষ-লতা-ওষধি-সকলে
রসরূপে করে অবস্থান।
বিবিধ হীরক-মণি-মাণিক্য-নিচয়ে
তেজোরূপে সদা বিদ্যমান ॥
তিনিই মনুষ্য পশু কীটাদি জঙ্গম-
হৃদয়ে চৈতন্যরূপে করিছে বিলাস
পৃথিবী-আকাশ-স্বর্গ-ত্রিলোক-সঙ্গম
গুণাতীত পরব্রহ্ম তিনি স্বপ্রকাশ।

(কুম্ভক)

হৃদি-নীলোৎপলদলপ্রভং চতুর্ভুজং শঙ্খচক্রগদাপদ্মহস্তং গরুড়ারূঢ়ং কেশবং ধ্যায়ন্ ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং ॥ ওঁ তৎ-সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি। ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ ॥ ওঁ আপো জ্যোতী রসোঽমৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃ স্বরোঁ। ॥ (১১)

নীলোৎপলদল-কান্তি গরুড়-বাহন
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী নারায়ণ।
চতুর্ভুজ কর ধ্যান হৃদয়ে আপন
প্রাণায়াম কর শেষে করিয়া যতন ॥

(রেচক)

ললাটে শ্বেতং দ্বিভুজং ত্রিশূলডমরুকরং অর্দ্ধচন্দ্রবিভূষিতং ত্রিনেত্রং বৃষভারূঢ়ং শম্ভুং ধ্যায়ন্। ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জন, ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং ॥ ওঁ তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি। ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ ॥ ওঁ আপো জ্যোতী রসোঽমৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃ স্বরোঁ ॥ (১২)

ললাটে করিবে ধ্যান দ্বিভুজ শঙ্কর
ত্রিশূল-ডমরুধারী দেব দিগম্বর।
অর্দ্ধচন্দ্র-বিভূষিত বৃষভবাহন
শ্বেতবর্ণ ত্রিলোচন ধ্যাননিমগন ॥

পূরকে ব্রহ্মার ধ্যান কুম্ভকে বিষ্ণুর।
রেচকে করিবে ধ্যান নিয়ত শম্ভুর ॥
ধীরে ধীরে দীর্ঘশ্বাস তুলিয়া যতনে। (পূরক)
ক্ষণকাল রোধ কর বসি পদ্মাসনে ॥ (কুম্ভক)
পুনরায় শ্বাস ত্যাগ কর ধীরে ধীরে। (রেচক)
পশিবে সময়ে জেনো সিদ্ধির মন্দিরে ॥
যথারীতি প্রাণায়াম করিলে অভ্যাস।
চঞ্চলতা যায় চলে', জ্ঞানের বিকাশ ॥
যথারীতি ব্রহ্মচর্য্য করিয়া পালন।
সাধকেরা প্রাণায়ামে দেয় তবে মন ॥

(প্রাতঃ সন্ধ্যায় আচমন মন্ত্র)

সূর্য্যশ্চ মেতি মন্ত্রস্য ব্রহ্ম ঋষিঃ প্রকৃতিশ্ছন্দ আপোদেবতা আচমনে বিনিয়োগঃ। ওঁ সূর্য্যশ্চ মা মন্যুশ্চ মন্যুপতয়শ্চ। মন্যুকৃতেভ্যঃ পাপেভ্যো রক্ষন্তাং যদ্রাত্রিয়া পাপ-মকার্ষং* মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যা মুদরেণ শিশ্না। রাত্রিস্তদবলুম্পতু, যৎকিঞ্চ দুরিতং ময়ি। ইদমহং মা-মমৃতযোনৌ সূর্য্যে জ্যোতিষি জুহোমি স্বাহা। (১৩)

এই মন্ত্রে ঋষি ব্রহ্মা, দেবতা সলিল,
আচমনে প্রয়োগ ইহার।
প্রকৃতির ছন্দে গাঁথা এই মন্ত্রখানি
মূল হেতু শুদ্ধ হইবার ॥
অসম্পূর্ণ-যাগ-হেতু কলুষ হইতে
পরিত্রাণ করুন আমায়
সূর্য্য, যজ্ঞ, যজ্ঞপতি, ইন্দ্রাদি দেবতা ;—
নিবেদন তাঁহাদের পায় ॥

(অথবা) ক্রোধ কিংবা ক্রোধপতি ইন্দ্রিয়ের গণ
ক্রোধজন্যপাপ হতে করুক রক্ষণ।

হলেও পবিত্র দেহ প্রাণায়াম করি সবে
পড়িয়া তিনটী মন্ত্র আচমন অনুষ্ঠিবে।
অন্তরে জনমে স্বেদ তাই হেন বিধি রয়
তাছাড়া অজ্ঞানকৃত পাপ সব নষ্ট হয়।

প্রাণস্যাচমনং কৃত্বা আচামেৎ প্রয়তোঽপিসন্
অন্তরং স্বিদ্যতে যস্মাত্তস্মাদাচমনংস্মৃতম্ ॥ (যোগী যাজ্ঞবল্ক্য)

*পাপমকার্ষং (প্রচলিত পুস্তকে এই পাঠ আছে।

যাহাতে অকার্য্য কিছু করি আচরণ।
হেন ক্রোধ যেন মোর না হয় কখন ॥
কায়মনোবাক্যে আমি নিশীথ সময়
করিয়াছি যত পাপ, করুন প্রলয়
সে সকল পাপরাশি পরম ঈশ্বরী
নিশীথিনী-অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সুন্দরী ॥
আমাতে যে কিছু পাপ রহে পুঞ্জীভূত
সূর্য্যতেজে দিলাম আহুতি।
সেই সব পাপ, আর স্থূল তনুখানি
দগ্ধ হোক্ পাপের প্রসূতি ॥

(মধ্যাহ্ন সন্ধ্যায় আচমনের মন্ত্র)

আপঃ পুনন্তিতি মন্ত্রস্য বিষ্ণুর্ঋষি রনুষ্টুপ্ ছন্দ আপো দেবতা আচমনে বিনিয়োগঃ। ওঁ আপঃ পুনন্তু পৃথিবীং, পৃথিবী পূতা পুনাতু মাম্। পুনন্তু ব্রহ্মণস্পতি-র্ব্রহ্মপূতা পুনাতু মাম্ ॥ যদুচ্ছিষ্ট-মভোজ্যং, যদ্ বা দুশ্চরিতং মম। সর্ব্বং পুনন্তু মামাপোঽসতাঞ্চ প্রতিগ্রহগুং স্বাহা ॥ (১৪)

এই মন্ত্রে বিষ্ণুঋষি, দেবতা সলিল,
আচমনে প্রয়োগ ইহার।
অনুষ্টুপ্ ছন্দে রচা এই মন্ত্রখানি,
জেনো স্থির মধ্যাহ্ন সন্ধ্যার ॥

পূজ্যপাদ কবিরত্ন মহাশয় বলেন—
"যদহ্নাৎ কুরুতে পাপং তদহ্নাৎ প্রতিমুচ্যতে যদ্রাত্রিয়াৎ কুরুতে পাপং তদ্রাত্রিয়াৎ প্রতিমুচ্যতে ॥ ইতিশ্রুতেঃ, রাত্রিকৃতং পাপং রাত্রিরেব অবলুম্পতু ॥"

পবিত্র করুক জল পৃথিবীরে,
পৃথিবী পবিত্র হ'য়ে।
পবিত্র করুন আমারে নিয়ত
বেদের আচার্য্য ল'য়ে॥
আচার্য্যের উপদিষ্ট বেদরূপী ব্রহ্মইষ্ট
সুপবিত্র করুন আমায়।
অভক্ষ্য-ভক্ষণ পাপ, উচ্ছিষ্ট ভোজন-তাপ
মোর যেন দূরে চলে যায়॥
অসতের প্রতিগ্রহে অসদাচরণে
যে কিছু সঞ্চিত পাপ আছে মোর মনে।
সে সকল পাপ-মলা মুছায়ে আমায়
পবিত্র করুক জল স্বীয় করুণায়॥

(সায়ং সন্ধ্যায় আচমন মন্ত্র)

অগ্নিশ্চমেতি মন্ত্রস্য রুদ্রঋষিঃ প্রকৃতিশ্ছন্দ আপোদেবতা আচমনে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্নিশ্চ মা মন্যুশ্চ মন্যুপতয়শ্চ। মন্যুকৃতেভ্যঃ পাপেভ্যো রক্ষন্তাম্। যদহ্না পাপমকারিষম্। মনসা বাচা হস্তাভ্যাম্ পদ্ভ্যামুদরেণ, শিশ্না, অহস্তদবলুম্পতু যৎকিঞ্চ দুরিতং ময়ি ইদমহং মা-মমৃতযোনৌ সত্যে জ্যোতিষি জুহোমি স্বাহা॥ ১৫

এই মন্ত্রে রুদ্রঋষি, সলিল দেবতা,
আচমনে প্রয়োগ ইহার।
প্রকৃতির ছন্দে রচা এই মন্ত্রকথা,
সায়ংকালে শুদ্ধ হইবার॥

ক্রোধ আর ক্রোধপতি ইন্দ্রিয়নিচয়
ক্রোধকৃত পাপ হতে বাঁচাক আমায়।
কিংবা যজ্ঞ যজ্ঞপতি দেব সমুদয়
অসমাপ্ত-যজ্ঞ-পাপ নাশুক হেথায়॥

হস্ত, পদ, বাক্য মন, প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ
দিবসে করেছে যত পাপ আচরণ।
দিবসের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ত্রিদিবকর্ত্রী
করুন বিনাশ তাহা,—এই আকিঞ্চন॥

যে কিছু রয়েছে পাপ এদেহ সহিতে—
জগৎকারণ-সত্য-স্বরূপ-জ্যোতিতে।
দিলাম আহুতি আমি ; এ মহা আগুনে
দগ্ধ হোক্ সে সকলি মন্ত্রশক্তি গুণে॥

(পুনর্মার্জন মন্ত্র)

ওঁ (বলিয়া মস্তকে জল প্রোক্ষণ)

ভূর্ভুবঃ স্বঃ (বলিয়া মস্তকে)

তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ (মস্তকে)

•আপোহি-ষ্ঠেতি ঋক্ত্রয়স্য সিন্ধুদ্বীপ ঋষি গায়ত্রীচ্ছন্দ আপো দেবতা মার্জ্জনে বিনিয়োগঃ। (ওঁ আপোহিষ্ঠা ময়োভুবস্থা ন ইত্যাদি মন্ত্রের অনুবাদ পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে)

সিন্ধুদ্বীপ ঋষি এর, বরুণ দেবতা,
মার্জ্জনেতে প্রয়োগ ইহার।
গায়ত্রীর ছন্দে রচা এই মন্ত্র খানি
অন্তরেতে শুদ্ধ হইবার॥ ১৬

(অঘমর্ষণ মন্ত্র)

ঋতমিত্যস্য ঋকৃত্রয়স্য অঘমর্ষণ ঋষি রনুষ্টুপ্ ছন্দো ভাববৃত্তির্দ্দেবতা অশ্বমেধাবভৃথে বিনিয়োগঃ। ১৭

অঘমর্ষণ ঋষি এর, পদার্থ দেবতা
অনুষ্টুপ্ ছন্দে রচা এই সূক্তকথা।
অশ্বমেধ-যজ্ঞ-শেষে স্নানের সময়,
প্রয়োগ ইহার হয়, যাজ্ঞবল্ক্য কয়॥

(অঘমর্ষণ মন্ত্র ফল)

অশ্বমেধ যজ্ঞ যথা করে পাপ নাশ
এই সূক্তে হয় তথা পাপের বিনাশ॥

অঘ (পাপ) মর্ষণ (প্রক্ষালন)

অঘমর্ষণ সূক্তস্য ঋষি স্যাদঘমর্ষণঃ
অনুষ্টুপ্ চ ভবেচ্ছন্দো ভাববৃত্তস্তু দৈবতম্॥
অশ্বমেধাবভৃথে চ বিনিয়োগোঽস্যকল্প্যতে। (যাজ্ঞবল্ক্য)
যথাশ্বমেধঃ ক্রতুরাট্ সর্ব্বপাপাপনোদনঃ
তথাঘমর্ষণং সূক্তং সর্ব্বপাপ-প্রণাশনম্॥

সূর্য্যোপস্থান (সূর্য্যের উপাসনা)

ব্রহ্মতেজঃ সূর্য্যমণ্ডলেই সমধিক বর্ত্তমান বলিয়া সূর্য্যাভিমুখে দাঁড়াইয়া এই মন্ত্র পাঠ করিয়া সূর্য্যনারায়ণের উপাসনা করিতে হয়।

প্রাতঃকালে সন্ধ্যাকালে দিয়ে জলাঞ্জলি
উপাসিবে সূর্য্যদেবে হয়ে কৃতাঞ্জলি ;
মধ্যাহ্নে সাধকগণ ঊর্দ্ধবাহু হ'য়ে
দাঁড়ায়ে পড়িবে মন্ত্র একাগ্রহৃদয়ে।

ওঁ ঋতঞ্চ ইত্যাদির অনুবাদ পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে।

পরে গায়ত্রী পড়িয়া জলাঞ্জলি দিতে হয়। * গায়ত্রীর অনুবাদ পরে দেওয়া হইবে।

লক্ষ্য করি সূর্য্যে জল দিবে দাঁড়াইয়া
প্রণব, ব্যাহৃতি, আর গায়ত্রী পড়িয়া।

"উত্থায়ার্কং প্রতিপ্রোহেৎ ত্রিকেণাঞ্জলিমম্ভসঃ।"

তিনবার দিবে জল গায়ত্রী পড়িয়া,
প্রাতঃকালে, সন্ধ্যাকালে, দ্বিজ দাঁড়াইয়া।
মধ্যাহ্ন-সন্ধ্যায় মাত্র দিবে একবার,
লিখেছেন ব্যাসদেব প্রমাণ ইহার ॥

করাভ্যাং তোয়মাদায় গায়ত্রী চাভিমন্ত্রিতম্
আদিত্যাভিমুখস্তিষ্ঠং স্ত্রিরূর্দ্ধং সন্ধ্যয়োঃ ক্ষিপেৎ
মধ্যাহ্নে তু সকৃদেব ক্ষেপণীয়ং দ্বিজাতিভিঃ। (ব্যাস)

উদুত্যমিত্যস্য প্রস্কণ্ব ঋষি র্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সূর্য্যো দেবতা সূর্য্যোপস্থানে বিনি-য়োগঃ। ওঁ উদু ত্যং জাতবেদসং, দেবং বহন্তি কেতবঃ। দৃশে বিশ্বায় সূর্য্যম্ ॥ ১৮

চিত্রমিত্যস্য কুৎস ঋষি স্ত্রিষ্টুপ ছন্দঃ সূর্য্যো দেবতা সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ চিত্রং দেবানামুদগাদনীকং, চক্ষুর্মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নেঃ। আপ্রা দ্যাবাপৃথিবী অন্তরিক্ষং, সূর্য্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ। ১৯

এ মন্ত্রে প্রস্কণ্ব ঋষি, তপন দেবতা,
গায়ত্রীর ছন্দে রচা এই মন্ত্র-কথা ॥
প্রয়োজন হয় ইহা সূর্য্য-সাধনায়।
যাহারি সাধনে সর্ব্বব্যাধি দূরে যায় ॥
মহাশূন্যমাঝে বিশ্ব-প্রকাশ-কারণ
ধরিছে ভাস্করে ঊর্দ্ধে সহস্র-কিরণ ॥

মিত্র, বরুণ, অনল প্রভৃতি দেবগণ যথা করিছে বাস
দ্যুলোক ভূলোক করয়ে আলোক তপন-দেবতা বারটী মাস।
নিখিল-দেবতা-সমষ্টি তপন হয়েছে উদিত বিচিত্ররূপে,
স্থাবর-জঙ্গম-অন্তর্য্যামী দেব,—নমি বিচিত্র বিশ্ব-ভূপে ॥
উজ্জ্বল করি রশ্মি-নিচয়ে স্বর্গ, মরত, শূন্য দেশ
উদিত হয়েছে যে দেব শূন্যে, থাকে যেন তাহে ভক্তি লেশ ॥

ওঁ নমো ব্রহ্মণে, নমো ব্রাহ্মণেভ্যো, নম আচার্য্যেভ্যো, নমো ঋষিভ্যো, নমো দেবেভ্যো, নমো বায়বে চ মৃত্যবে চ বিষ্ণবে চ বৈশ্রবণায় চোপজায়ত। ২০

বেদ উপদেষ্টা যাঁরা, আর ঋষিগণ,
ব্রহ্মা ও ব্রাহ্মণগণ, আর বৈশ্রবণ।

দেব, বেদ, বায়ু, মৃত্যু, শ্রীবিষ্ণু, ওঙ্কার,
এ সবারে বারবার করি নমস্কার॥*

(অঙ্গন্যাস)

ওঁ হৃদয়ায় নমঃ। ভূ শিরসে স্বাহা, ভুঁ শিখায়ৈবষট্ বঃ কবচায় হুং স্বঃ অস্ত্রায় ফট্।

(গায়ত্রীর আবাহন)

ওঁ আয়াহি বরদে দেবি, ত্র্যক্ষরে ব্রহ্মবাদিনি
গায়ত্রী চ্ছন্দসাং মাত র্ব্রহ্মযোনি নমোঽস্তুতে ! ২১

এস মা গায়ত্রি দেবি ! বেদের জননি,
পরব্রহ্ম-কন্যা তুমি বেদ-প্রকাশিনি।
ত্রিবিধ-অক্ষরময়ি, করি আবাহন,
বরদাত্রি ! হে সাবিত্রি ! প্রণমি' চরণ ॥

পূজ্যপাদ কবিরত্ন মহাশয় বলেন, "এই মন্ত্রে তর্পণ করিতে হয় না। নমো ব্রহ্মণে ইত্যাদি মন্ত্রস্থ প্রত্যেক নামে, এবং অন্তে ('উপজায়ত' স্থলে 'উপজায়' চ পাঠ করিয়া 'নম উপজায়' বলিয়াও অনেকে জল দিয়া থাকেন ; কিন্তু তাহা অমূলক। যেহেতু গোভিল সূত্রে জল দিবার কথা নাই, এবং উপজায়ত পর্য্যন্ত সূর্য্যোপস্থানই উক্ত হইয়াছে। তদনুসারে রঘুনন্দনও স্পষ্ট করিয়া লিখিয়াছেন —ততশ্চছন্দোগানাম্ "উপজায়তেত্যন্তমুপস্থানম্"

উদুত্যংচিত্রম্ আয়ংগৌঃ অপত্যেতাতরণিঃ উদ্যাগেষি আভি—
র্ঋগ্‌ভিঃ সবিতুরুপস্থানং নমো ব্রহ্মণ ইত্যাদ্যুপ জায়তেত্যন্তেন"
(গোভিলস্নান সূত্র)

বংশব্রাহ্মণ প্রবক্তা ঋষি গর্গগোত্র শর্ব্বদত্তের নিকট সামবেদ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। উপজায়ত সামবেদং অধৈষ্ট।"

(গায়ত্রীর ঋষ্যাদি)

গায়ত্র্যা বিশ্বামিত্র ঋষি র্গায়ত্রী ছন্দঃ সবিতা দেবতা জপোপনয়নে বিনিযোগঃ। ২২

গায়ত্রীর ঋষি হন বিশ্বামিত্র মুনি।
গায়ত্রীর ছন্দে রচা এই মন্ত্র খানি ॥
দেবতা সবিতা ধাতা, প্রয়োগ ইহার
জপে ও উপনয়নে নিত্য ব্যবহার ॥

(গায়ত্রীর ধ্যান)

(প্রাতঃকালে)

ওঁ কুমারী মৃগ্বেদযুতাং ব্রহ্মরূপাং বিচিন্তয়েৎ।
হংসস্থিতাং কুশহস্তাং সূর্য্য-মণ্ডলসংস্থিতাম। ২৩

ঋগ্বেদ-ধারিণী, ব্রহ্মস্বরূপিণী,
ভাবিবে, গায়ত্রী কুমারী হেথা।
কুশ ল'য়ে করে, হংসের উপরে
সুরয-মণ্ডলে বসেছে মাতা ॥

(মধ্যাহ্নে)

ওঁ মধ্যাহ্নে বিষ্ণুরূপাঞ্চ তার্ক্ষ্যস্থাং পীতবাসসং।
যুবতীঞ্চ যজুর্ব্বেদাংসূর্য্যমণ্ডল-সংস্থিতাম্ ॥ ২৪

পীত বস্ত্র পরি গরুড়েতে চড়ি'
মধ্যাহ্নে যুবতী স্মরি।

সুরয-মণ্ডলে রয়েছে বসিয়া
যজুর্ব্বেদ করে ধরি ॥

(সায়াহ্ণে)

ওঁ সায়াহ্নে শিবরূপাঞ্চ বৃদ্ধাং বৃষভবাহিনীং
সূর্য্যমণ্ডল-মধ্যস্থাং সামবেদ-সমাযুতাম্। ২৫

রুদ্রমহিষী বৃষভ-আসনে
সামবেদ ধরি' বসিয়া রয়।
ভাবিবে, প্রাচীনা, দশন-বিহীনা,
সায়াহ্নে এমনি মূরতি হয় ॥

(গায়ত্রী জপ)

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ। তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং, ভর্গোদেবস্য ধীমহি। ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ। ২৬

ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর মূরতি ধরিয়া
জগতের সৃষ্টি, স্থিতি করেন প্রলয়।
যিনি হন বরণীয়, ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া
যাঁহার মূরতি বিশ্ব পদার্থ নিচয় ॥

ভবসিন্ধু তরিবারে যিনি প্রার্থনীয়,
আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি করেন চালন—
পুরুষার্থ বিষয়েতে, যিনি স্মরণীয়,
সেই ব্রহ্মতেজ মোরা করিব স্মরণ ॥

অর্থাৎ—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ ফলে
লভিতে মোদের বুদ্ধি করেন প্রেরণ।
যেই দেব বরণীয় এ বিশ্বমণ্ডলে.
সেই ভর্গ ব্রহ্মতেজ করিগো চিন্তন ॥
সর্ব্বভূত প্রসবিতা, দীপ্তি-ক্রীড়াযুত,
পরব্রহ্ম-শক্তি তাঁর ভর্গ মনঃপূত ॥

রঘুনন্দনের মতে—

অন্তর্য্যামী, পরব্রহ্ম, পরম-কারণ যিনি
সর্ব্বপ্রাণি-হৃদে বাস করেন সতত তিনি ॥
তাঁরি তেজ ভর্গ নামে প্রথিত ভুবনে রয়।
সেই তেজ চিন্তা করা একমাত্র মুখ্য হয় ॥
জন্ম-মৃত্যু-ভীরু জন করে উপাসনা তাঁর
লভিতে নির্ব্বাণ শুধু, নাহিক কামনা আর।
সোঽহমস্মি এই ভাবে চিন্তা করি নিরবধি,
যাঁহারে চিন্তিলে যাবে এ দারুণ ভবব্যাধি ॥
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-বিষয়ে প্রেরণ করে
আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি যেই ভর্গ ধরা'পরে ॥

(ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্ব)

সর্ব্বভূত-প্রসবিতা, দীপ্তিক্রীড়াযুত,—
মোরা তাঁর তেজ চিন্তা করি।

আমাদের বুদ্ধি যিনি করেন চালন
চতুর্ব্বর্গ ফল লক্ষ্য করি ॥*

(ওঙ্কার-মহিমা)

ওঙ্কার আদিতে যদি করে উচ্চারণ।
তাহা হ'লে মন্ত্র-দোষ হয় নিবারণ ॥

*(গায়ত্রীগীতি)

এস গো গায়ত্রী মাতা, বাসনা-ফলদায়িনি !
মূলাধারে চতুর্দ্দলে ত্বং হি কুলকুণ্ডলিনী।
ব্রহ্মতরুমূলে মাতা
ওঙ্কার-জড়িতা লতা
মণিপুর-স্বাধিষ্ঠান-সহস্রার-নিবাসিনী ॥
সাঙ্খ্যের প্রকৃতি তুমি,
বেদান্তের মায়াভূমি,
প্রেম-পারাবার চুমি' বহ প্রেমমন্দাকিনী ॥
রহিয়া পবিত্রতোয়া, তটিনী-শীতল-জলে .
শীতলি' তাপিত-তনু সুস্থ কর জীবকুলে,
মৃদুল অনিলে রহি বীজনিছ ভূমণ্ডলে
(আবার) অনলে রহিয়া দহ দাহিকা-শক্তিরূপিণী ॥
বশিষ্ঠের তুমি ইষ্ট,
ভকতের হও ঘনিষ্ঠ,
ঋষিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্র-মিত্রস্বরূপিণী ;
তুমি মাতা ব্রহ্মবিদ্যা মোহ-তমোবিনাশিনী।

সর্ব্ব বেদ যেই বস্তু করিছে ঘোষণা,
কহে যারে সর্ব্ববিধ তপস্যা বলিয়া,
যেই বস্তু পাইবার করিয়া কামনা—
ব্রহ্মচর্য্য আচরয়ে, শুন, মন দিয়া।
সঙ্ক্ষেপে কহিব, বৎস! সে বস্তু তোমায়,
ওঙ্কার; মহিমা যাঁর দেবগণ গায়॥

"ওম্ তৎ সৎ-শব্দে ব্রহ্মের নির্দ্দেশ,"
এ নহে মুখের কথা, শ্রুতি-উপদেশ।
এই তিন শব্দে পুরা, পাণ্ডব-প্রধান!
হয়েছে ব্রাহ্মণ, বেদ যজ্ঞের বিধান॥

---

*সর্ব্বমন্ত্রপ্রয়োগেষু ওমিত্যাদৌ প্রযুজ্যতে।
তেন সম্পরিপূর্ণানি যথোক্তানি ভবন্তি হি॥
যন্ন্যূনঞ্চাতিরিক্তঞ্চ যচ্ছিদ্রং চ যদজ্ঞিয়ম্।
যদমেধ্যমশুদ্ধঞ্চ যাতযামঞ্চ যদ্ভবেৎ।
তদোঙ্কারপ্রযুক্তেন সর্ব্বঞ্চাবিফলং ভবেৎ॥ (যাজ্ঞবল্ক্য)
ওঁ তৎসদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ
ব্রাহ্মণাস্তেন যজ্ঞাশ্চ বেদাশ্চ বিহিতাঃ পুরা (গীতা)
সর্ব্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি
তপাংসি সর্ব্বাণি চ যদ্বদন্তি।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি
তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ॥ (কঠোপনিষদ্)

কর্ম্মের আরম্ভে কিংবা কর্ম্ম-সমাপনে
ওঙ্কার উচ্চারে উচ্চে ব্রহ্ম-বাদিগণে।
উচ্চারিয়া মহামন্ত্র ব্রাহ্মণ-প্রধান
বিধিমতে করে যজ্ঞ তপঃক্রিয়া দান।

(গায়ত্রী-মহিমা)

তুলাদণ্ডে দেবগণ করিলা ওজন
গায়ত্রী ও চারিবেদ; কহে ঋষিগণ॥
দুইদিকে সমভার হইল তাহায়;—
গায়ত্রী-প্রভাব ইথে বেশ বুঝা যায়॥

দিবারাত্রি-কৃত লঘু পাপ যত
দশবার জপে বিনাশ পায়।
শত সহস্রেতে সর্ব্ব পাপক্ষয়,
মহাপাতকাদি দূরেতে যায়॥
সপ্তজন্মার্জ্জিত পাপ নষ্ট হয়
লক্ষমন্ত্র যদি জপহ, ভাই!
কোটি জপে হয় বাসনা পূরণ,—
যে যাহা চাহিবে পাইবে তাই॥
মসীপাত্র যদি হয় জলনিধি চতুষ্টয়,
যদি হয় সুমেরু লেখনী;
লিখে যদি গণপতি গায়ত্রী-মহিমা-গীতি

পৃথ্বীপত্রে দিবস রজনী—

তথাপি না হবে শেষ গায়ত্রী-মহিমা-লেশ,

বুঝে কিছু বিধাতা আপনি ;

আর কিছু বুঝে বাণী মহাবিষ্ণু-গৃহরাণী

বাগ্বাদিনী বেদস্বরূপিণী ॥

(বিসর্জ্জন)

ওঁ মহেশবদনোৎপন্না বিষ্ণোর্হৃদয়সম্ভবা ।
ব্রহ্মণা সমনুজ্ঞাতা গচ্ছ দেবি ! যথেচ্ছয়া ॥ ২৬

মহেশের মুখ হতে নির্গত হইয়া
বিষ্ণুর হৃদয় মাঝে রয়েছ বসিয়া ।
জানে তোমা বিধিমতে বিধাতা ; এখন
স্বেচ্ছায় গায়ত্রি দেবি ! করহ গমন ॥

(এই মন্ত্রে জল দিবে)

ওঁ অনেন জপেন ভগবন্তাবাদিত্যশুক্রৌ প্রীয়েতাম্ । ওঁ আদিত্য-শুক্রাভ্যাং নমঃ । ২৭

শুক্র ও আদিত্যদেব এই জপে মোর
প্রীতি লাভ করুন এখনে ।
তৃপ্ত করি, ভক্তি ভরি' পবিত্র সলিলে
এই দুই দেবতানন্দনে ॥

(আত্মরক্ষা মন্ত্র)

*জাতবেদস ইত্যস্য কশ্যপ ঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দোঽগ্নির্দেবতাত্মরক্ষায়াং জপে বিনিয়োগঃ।

এ মন্ত্রে কশ্যপ ঋষি, দেব বৈশ্বানর,
আত্মরক্ষা মাত্র প্রয়োজন।
ত্রিষ্টুপ্ ছন্দেতে রচা এই মন্ত্র খানি,—
এইরূপ কহে মুনিগণ ॥

* কবিরত্ন মহাশয়ের উপদেশ এই যে কশ্যপ স্থলে কাশ্যপ ঋষি বলিবে না, সর্ব্বানুক্রমণিকায় "মারীচঃ কশ্যপঃ" ও আশ্বলায়ণ গৃহ্য পরিশিষ্টে "কশ্যপঃ" এইরূপ পাঠ আছে। মরীচির পুত্র কশ্যপ, কাশ্যপ নহেন।

উক্ত মন্ত্রটী ঋগ্বেদ ১ মণ্ডল ১০০ সূক্ত ১ মন্ত্র। এই মন্ত্রটী সম্বন্ধে অশেষ শাস্ত্রাধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় ১৩৪১ সালের শারদীয় বসুমতীতে "বেদে দুর্গা ও প্রতিমা" শীর্ষক প্রবন্ধ মধ্যে যে টিপ্পনী লিখিয়াছেন তাহা উপভোগ্য এবং জ্ঞাতব্য। "কিন্তু ভাবিতেছি, হায় আচার্য্য সায়ণ, আমাদিগের পুরুষানুক্রমে সাধনার ধন, ভারত-পুরাণ-উপনিষদ্-বর্ণিত দেবীদুর্গার মন্ত্রকে, শ্রৌতরাত্রি-সূক্ত-বিজ্ঞাপিত মহামন্ত্রকে, নৈরুক্ত সাম্প্রদায়িক অধিকারীর জন্য অন্য প্রকারে ব্যাখ্যা করিয়া যে বিপক্ষের কিঞ্চিৎ সুযোগ করিয়া দিয়াছেন, ইহাতে দুঃখ প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারি না। হে আচার্য্য-শ্রেষ্ঠ! আপনার চরণে শত শত প্রণাম, কিন্তু আজ শুভমুহূর্ত্তে—ভক্ত বঙ্গবাসীর সহিত মুক্তকণ্ঠে সেই মন্ত্র পাঠ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। ভক্ত ব্রাহ্মণগণ শ্রবণ কর।

জাতবেদসে সুনবাম সোমম্
অরাতীয়তো নিদহাতি বেদঃ।
সনঃ পর্ষদতি দুর্গাণি বিশ্বা
নাবেব সিন্ধুং দুরিতাত্যগ্নিঃ ॥

ওঁ জাতবেদসে সুনবাম সোমমরাতীয়তো নি দহাতি বেদঃ। স নঃ পর্ষদতি দুর্গাণি বিশ্বা, নাবেব সিন্ধুং দুরিতাত্যগ্নিঃ। ২৮

অগ্নির প্রীতির তরে সোমযাগ অনুষ্ঠান
করি মোরা ভক্তি ভরে, হয়ে তিনি কৃপাবান্‌
দহুন শত্রুর ধন ; আর এক নিবেদন,—
দুঃখ-সিন্ধু হতে ত্রাণ করে যেন হুতাশন
আমাসবে চিরদিন, করুণার পারাবার
নাবিক নৌকায় করি যথা নদী করে পার।

অনুবাদ।

জাতবেদাঃ—অগ্নি, তাঁহার উদ্দেশ্যে সোমরস প্রস্তুত করি, তিনিই বেদ—আমাদিগের প্রতি যাহারা শত্রুবৎ আচরণ করে, তাহাদিগকে তিনি দগ্ধ করুন। আমরা বিশ্ব,—(যাঁহারা সৃষ্টিশক্তি লাভের জন্য যজ্ঞ করিয়া সফলতা লাভ করেন)। অগ্নি ও তদতিরিক্ত বহু দেবতার অন্তর্য্যামিনী দুর্গা, আমাদিগকে দুরিত হইতে—অর্থাৎ সৃষ্টিশক্তি-বাধক পাপ হইতে সম্পূর্ণরূপে নিস্তার করুন। এই মন্ত্র যে ভগবতী দুর্গার সহিত বিশেষ সম্বন্ধযুক্ত, তাহা নিম্নলিখিত মন্ত্র হইতে জাত হই,—

"স্তোষ্যামি প্রয়তো দেবীং
শরণ্যাং বহ্বৃচ প্রিয়াম্।
সহস্রসম্মিতাং দুর্গাং জাতবেদসে
সুনবাম সোমম্"'

ঋগ্বেদ ৮ অষ্টক ৭ অধ্যায় ১৪ বর্গের পরিশিষ্ট।

পণ্ডিত প্রবর একথাও বলিয়াছেন—"অথবা পরম ভক্ত বেদজ্ঞ শিরোমণি সায়ণাচার্য্য গুহ্যাতিগুহ্য—গোপ্তী মহাশক্তির সাধনতত্ত্ব কেবল গুরুগম্য,—এই বিবেচনায় এই নিগূঢ় অর্থ প্রকাশ করেন নাই।"

"জাতবেদসে-জাতং বেদোধনং কর্ম্মফলং যতঃ, প্রথমা যজ্ঞিয়ানামিতি শ্রুতেঃ সাহি দুর্গা, জাতবেদাঅগ্নিরিতি যাস্কাদয়ঃ, অগ্নিরপি ন দুর্গাস্বরূপাদতিরিচ্যতে ইত্যাদি।"

(রুদ্রোপস্থান)

কৃতাঞ্জলি হইয়া এইমন্ত্র পড়িতে হয়।

ঋতমিত্যস্য কালাগ্নিরুদ্র ঋষিরনুষ্টুপ্‌, ছন্দোরুদ্রো দেবতা রুদ্রোপস্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ ঋতগুঁ সত্যং পরং ব্রহ্ম, পুরুষং কৃষ্ণপিঙ্গলং ঊর্দ্ধরেতং বিরূপাক্ষং বিশ্বরূপায় বৈ নমো নমঃ ॥ ২৯

ইহাও সূর্য্যশ্চ ইত্যাদির ন্যায় তৈত্তিরীয় আরণ্যকের মন্ত্র। তাহাতে এইরূপ পাঠই আছে। কিন্তু প্রচলিত পদ্ধতি ও গুণবিষ্ণুর টীকার পাঠ ঊর্দ্ধলিঙ্গং বিরূপাক্ষং বিশ্বরূপং নমো নমঃ। (ইতি কবিরত্ন মহাশয়ের মন্তব্য)

ছন্দ অনুষ্টুপ্‌, রুদ্র দেবতা,
কালাগ্নিরুদ্র ঋষিটী এর ;
রুদ্র উপাসনে প্রয়োগ ইহার,
হয়ে কৃতাঞ্জলি পড়িবে ফের ॥

ভক্ত লাগিয়া উমামহেশ্বরমূরতি সুন্দর ধরেন যিনি।
দখিনে কৃষ্ণ পিঙ্গল, বামে পরম সত্য পুরুষ তিনি ॥
যোগের প্রভাবে ঊর্দ্ধরেতা শিব সর্ব্বজগতআত্মা।
ত্রিনয়ন বলি বিরূপাক্ষ নাম, নমি তাঁরে পরমাত্মা ॥

(জলাঞ্জলি দান)

ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ, ওঁ বিষ্ণবে নমঃ। ওঁ রুদ্রায় নমঃ, ওঁ বরুণায় নমঃ। ৩০

বিধাতা, বরুণ, আর বিষ্ণু মহেশ্বরে
জলদানে তৃপ্ত করি সর্ব্ব দেবেশ্বরে ॥

(সূর্য্যার্ঘ্য)

ইদমর্ঘ্যং—

ওঁ নমো বিবস্বতে ব্রহ্মন্ ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে।
জগৎ-সবিত্রে শুচয়ে সবিত্রে কর্ম্মদায়িনে। ৩১

তুমি, হে সবিতৃ দেব, পরব্রহ্ম-রূপী,
বিশ্বব্যাপিতেজের আধার।
পবিত্র জগৎকর্ত্তা, কর্ম্মপ্রবর্ত্তক,
তব পদে করি নমস্কার॥

ওঁ শ্রীসূর্য্যভট্টারকায় নমঃ॥ পূজনীয় সূর্য্যদেবে এই অর্ঘ্য করিনু অর্পণ। ৩২

(সূর্য্য প্রণাম)

ওঁ জবাকুসুম সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোহস্মি দিবাকরম্।

আঁধার পালায় দূরে যাঁহার প্রভায়
জবাপুষ্প সম দীপ্তি যাঁর।
পাপহন্তা দিবাকর কশ্যপ-নন্দন,—
করি তাঁরে সদা নমস্কার॥

(যজুর্ব্বেদীয় সন্ধ্যামন্ত্র)

ইহার মন্ত্রগুলিও সামবেদের ন্যায়। সুতরাং অনুবাদ আর দেওয়ার প্রয়োজন নাই। বিশেষ বিশেষ মন্ত্রের মাত্র অনুবাদ দেওয়া হইল॥

আচমনের অনুবাদ দেওয়া যায় নাই। এইস্থানে দেওয়া হইল॥

(আচমন)

ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি
সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্ ॥
(ওঁ বিষ্ণু, ওঁ বিষ্ণু, ওঁ বিষ্ণু)

নিরন্তর সুধীবৃন্দ করেন দর্শন
সর্ব্বত্র প্রকাশমান সূর্য্যের মতন
বিষ্ণুর পরমপদ ; জ্ঞানদৃষ্টিবলে
বেদাদি-প্রসিদ্ধ-তত্ত্ব খ্যাত ভূমণ্ডলে ॥

(অথবা)

আকাশে সূর্য্যের মত সর্ব্বত্র প্রকাশমান।
জ্ঞানীরা পরম তত্ত্ব সর্ব্বদা দেখিতে পান ॥
বেদাদি-প্রসিদ্ধ-তত্ত্ব খ্যাত যাহা ভূমণ্ডলে।
সেতত্ত্ব দেখেন তাঁরা সূক্ষ্ম-জ্ঞান দৃষ্টি বলে ॥

অপবিত্রঃ পবিত্রোবা সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপি বা
যঃস্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং সবাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ।

অশুচি হইয়া যদি অন্তরে বাহিরে।
অথবা করিয়া শুচি শুধু একটীরে ॥
শ্রীবিষ্ণু পুণ্ডরীকাক্ষ স্মরে যেই জন।
শরীর পবিত্র হয়, শুদ্ধ তার মন ॥

(জলশুদ্ধি)

ওঁ গঙ্গে চ যমুনেচৈব গোদাবরি সরস্বতি
নর্ম্মদে সিন্ধু-কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু

কাবেরি, যমুনা, গঙ্গা, সিন্ধু, সরস্বতি,
এস গোদাবরি হেথা, নর্ম্মদা সম্প্রতি।

পূজ্যপাদ কবিরত্ন মহাশয় বলেন আচমন করিয়া বিষ্ণু স্মরণ করিবে। অনেকে আচমনের জল পানকালেই বিষ্ণু নাম উচ্চারণ করিয়া থাকেন। তাহা যুক্তিসঙ্গত নহে। "দ্বিরাচম্য ততঃ শুদ্ধঃ স্মৃত্বা বিষ্ণুং সনাতনম্।" (আহ্নিককৃত্য দ্রষ্টব্য)

মার্জ্জন পূর্ব্ববৎ।

প্রাতঃ-সন্ধ্যায় কৃতাঞ্জলি হইয়া পড়িবে।

ওঁ নত্বাতু পুণ্ডরীকাক্ষ-মুপাত্তাঘপ্রশান্তয়ে।
ব্রহ্মবর্চ্চস-কামার্থং প্রাতঃসন্ধ্যা মুপাস্মহে॥

ভগবান্ নারায়ণে করিয়া প্রণাম
উপস্থিতপাপশান্তিতরে
ব্রহ্মতেজ লভিবারে করি উপাসনা
প্রাতঃ-সন্ধ্যা, বিমল অন্তরে॥

(প্রাণায়াম)

ওঁ কারস্য ব্রহ্ম ঋষি রগ্নি র্দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সর্ব্বকর্ম্মারম্ভে বিনিয়োগঃ।

ওঙ্কারের ব্রহ্মা ঋষি, অনল দেবতা,
গায়ত্রীর ছন্দে রচা এই মন্ত্র-কথা।
সকল কাজের মূলে ইহার প্রয়োগ
জানিয়া করিবে পরে প্রাণায়াম যোগ॥

সপ্তব্যাহৃতীনাং ইত্যাদি মন্ত্র ও সেই মন্ত্রের অনুবাদ পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। অগ্নি=অঙ্গতি সর্ব্বং জগৎ ব্যাপ্নোতি ইত্যগ্নিঃ। অগ্নি=পরমাত্মা।

দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠদ্বারা দক্ষিণ নাসাপুট টিপিয়া বাম নাসাদ্বারা বায়ু আকর্ষণ করিতে হইবে ও মনে মনে বলিতে হইবে ওঁ ভূঃ ইত্যাদি।

(প্রাণায়ামে পূরকে ধ্যান)

নাভৌ ব্রহ্মাণং রক্তবর্ণং চতুর্ব্বক্ত্রং দ্বিভুজং
অক্ষসূত্র-কমণ্ডলুধরং হংসারূঢ়ং ধ্যায়েৎ॥

জপমালা, কমণ্ডলু শোভে যাঁর করে,
নাভি দেশে ধ্যান করি তাঁরে।
রক্তিম বরণ যাঁর, মুখ চারি খানি,
হংসোপরি দ্বিভুজ ব্রহ্মারে॥

(কুম্ভক)

দক্ষিণ অনামিকা ও কনিষ্ঠাদ্বারা বাম নাসাপুটও টিপিয়া বায়ু নিরোধ করতঃ—

ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ইত্যাদি মন্ত্র মনে মনে বলিতে হইবে।

(কুম্ভকে ধ্যান)

হৃদি বিষ্ণুং শ্যামং চতুর্ব্বাহুং শঙ্খচক্রগদাপদ্মধরং গরুড়ারূঢ়ং ধ্যায়েৎ।

গরুড়-বাহন, বিষ্ণু সনাতন
স্মরি হৃদে শ্যামকায়।
শঙ্খচক্র আর গদাপদ্ম যাঁর
চারি করে শোভা পায়॥

(রেচকে ধ্যান)

ললাটে রুদ্রং শ্বেতং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রম্ দশদোর্দ্দণ্ডং বৃষারূঢ়ং ধ্যায়েৎম্॥

পাঁচ খানি মুখ যাঁর   রজত বরণ তাঁর
করি ধ্যান ললাটে শঙ্কর।
বৃষভ-বাহন সেই   তাঁহার তুলনা নেই,
দশভুজ তিনি দিগম্বর ॥

(প্রাতঃ সন্ধ্যায় আচমন)

ব্রহ্ম ঋষিরাপোদেবতাঃ প্রকৃতিশ্ছন্দ আচমনে বিনিয়োগঃ।

এই মন্ত্রে ব্রহ্মা ঋষি সলিল দেবতা,
প্রকৃতির ছন্দে রচা এই মন্ত্র-কথা ॥
ইহার প্রয়োগ হয় সদা আচমনে।
পাপমুক্ত হয় নর ইহার স্মরণে ॥

ওঁ সূর্য্যশ্চ ইত্যাদি মন্ত্র এবং তাহার অনুবাদ পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে

(মধ্যাহ্ন সন্ধ্যায় আচমন মন্ত্র)

ওঁ আপঃ পুনন্তু ইত্যাদি মন্ত্র পূর্ব্বেই অনুবাদ সহ দেওয়া হইয়াছে
বিষ্ণু ঋষি রাপোদেবতা অনুষ্টুপ্ ছন্দ আচমনে বিনিয়োগঃ।

বিষ্ণু ঋষি এই মন্ত্রে-দেবতা সলিল'এর,
অনুষ্টুপ্ ছন্দে গাঁথা, প্রয়োজন আছে ঢের।
আচমনে পাপ নাশে এমন্ত্র পঠিত হয়
ত্রিতাপ-তাপিত দেহ শান্তির আস্বাদ লয় ॥

(সায়ং সন্ধ্যায় আচমন মন্ত্র)

রুদ্র ঋষিরাপো দেবতাঃ প্রকৃতিশ্ছন্দ আচমনে বিনিয়োগঃ।

এই মন্ত্রে রুদ্র ঋষি দেবতা সলিল
রচিত প্রকৃতিচ্ছন্দে মন্ত্র অনাবিল।
আচমন কার্য্যে লাগে এই মন্ত্র খানি,
পাপমুক্ত হবে দ্বিজ এই মন্ত্র জানি॥

পুনর্ম্মার্জ্জন পূর্ব্ববৎ—
অঘমর্ষণ পূর্ব্ববৎ—

এই মন্ত্রটী অতিরিক্ত পাঠ করিয়া দক্ষিণ হস্তে জল লইয়া আচমন করিবে।

ওঁ অন্তশ্চরসি ভূতেষু গুহায়াং বিশ্বতোমুখঃ
ত্বং যজ্ঞস্ত্বং বষট্কার আপো জ্যোতী রসোঽমৃতং।

সকল প্রাণীর হৃদয় মাঝারে
তুমি, হে তপন, রয়েছ।
আহুতি-দানের তুমি হে মন্ত্র,
তুমি ত সকল দেখিছ।
তুমি ত অমৃত- রস, জ্যোতি তুমি
তুমি যজ্ঞ রূপ ধরেছ।
নিখিল সলিল তুমি, হে দেবতা,—
একা তুমি সব হয়েছ॥

জলাঞ্জলি দান এবং সূর্য্যোপস্থান পূর্ব্ববৎ। যেকয়টী অতিরিক্ত মন্ত্র আছে তাহার অনুবাদ দেওয়া গেল।

দধ্যঙ্ঙাথর্ব্বণ ঋষিঃ সূর্য্যো দেবতা ব্রাহ্মীত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ।

অথর্ব্বার পুত্র সেই দধীচি ঋষিররাজ—
পরহিতে ত্যজি' প্রাণ দেবকুলে দিল লাজ
এ মন্ত্রের সেই ঋষি দেবতা তপন ঘটে
ব্রাহ্মী-ত্রিষ্টুপ্-ছন্দ-সূত্রে এমন্ত্র গ্রথিত বটে ॥
সূর্য্যদেব সাধনায় এমন্ত্র-প্রয়োগ হয়,
এ মন্ত্র জপিলে নর হয় নিত্য নিরাময়।

ওঁ তচ্চক্ষু র্দেবহিতং, পুবস্তাচ্ছুক্রমুচ্চবৎ,
পশ্যেম শরদঃশতং, জীবেম শবদঃ শতগুঁ,

শৃণুয়াম শরদঃ শতম্ প্রব্রবাম শরদঃ শতমদীনাঃ স্যাম শবদঃ শতং ভূয়শ্চ শরদঃ শতাৎ।

জগতের আঁখি, পবিত্র-মূরতি,
দেবতার প্রিয় উদিছে অই
পূরব আকাশে উজল তপন,
যাঁহারে আমরা প্রণত হই।
শত বর্ষ ধরি' স্বাধীন ভাবেতে
জীবন ধারণ করিতে চাই ;
প্রসাদে তাঁহারি শত বর্ষ ধরি
যেন ভালরূপ দেখিতে পাই।
শ্রুতি-শক্তি যেন থাকে অব্যাহত,
বাগিন্দ্রিয় যেন সতেজ রয় ;
শতবর্ষকাল কারু কাছে যেন
দৈন্য নাহি কভু বহিতে হয়।

শত বরষের পরেও আমরা
বহুকাল ধরি' ওরূপ হই ;
যেন সূর্য্যদেব— করুণা লভিয়া
আমরা সতত সতেজ রই ॥

ওঁ উদ্ বয়ং তমসস্পরি স্বঃ পশ্যন্ত উত্তরং।
দেবং দেবত্রা সূর্য্যমগন্ম জ্যোতিরুত্তমং ॥

সর্ব্বোৎকৃষ্ট জ্যোতি যার, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবতার
উপাসনা কালে যেন পাই দরশন।
মোরা, সেই দেবারাধ্য, মুনিগণ-মন্ত্রসাধ্য
নিশান্তে উদয়-প্রাপ্ত তেজস্বী তপন ॥

ওঁ স্বয়ম্ভূরসি, শ্রেষ্ঠোরশ্মির্ব্বর্চ্চোদা অসি, বর্চ্চো মে দেহি ॥

স্বতঃসিদ্ধ তুমি দেব, ওহে দিবাকর !
সর্ব্বোৎকৃষ্ট কিরণ তোমার।
তেজোদাতা তুমি, তাই করিহে প্রার্থনা,—
তেজঃ দেহ তেজের আধার ॥

আ কৃষ্ণেন রজসা বর্ত্তমানো, নিবেশয়ন্নমৃতং মর্ত্ত্যঞ্চ।
হিরণ্যয়েন সবিতা রথেনা, দেবো যাতি ভুবনানি পশ্যন্ ॥

ভবদেব মতে—

কর্ম্ম-ভূমি-অবস্থিত যত জীবগণ
তাহাদের পাপপুণ্য সাক্ষী যিনি হন,

স্বর্ণ রথে আরোহিয়া
যিনি শূন্য পথ দিয়া
প্রতিদিন এই বিশ্ব করেন ভ্রমণ
সেই সূর্য্যদেবে মোরা করিব পূজন ॥

অন্য মতে—

শূন্য-মার্গে প্রভাকর, ঘুরি' ফিরি' নিরন্তর
দেবতা, মানবে রাখি যথাযোগ্য স্থানে।
প্রকাশিয়া ত্রিভুবন স্বর্ণ-রথে আরোহণ—
করিয়া তপন অই আসিছে এখানে ॥

সংস্কৃত ব্যাখ্যা—

ভবদেব—আকৃষ্ণেনেতি। "সবিতা" আদিত্যঃ 'আয়াতি' আগচ্ছতি। কিম্ভূতঃ? "দেবঃ" দেবনাদি গুণযুক্তঃ। কেন? "রথেন" কিম্ভূতেন? "হিরণ্যয়েন" সুবর্ণময়েন। কিংকুর্ব্বন্ আয়াতি? 'ভুবনানি পশ্যন্' ভুবনবর্ত্তিনো মনুষ্যান্ প্রকাশাপ্রকাশপুণ্যপাপ-কর্ত্তৃন্ সাক্ষিবৎ নিরীক্ষমাণঃ। তথা "নিবেশয়ন্" স্বেষু স্বেষু ব্যাপারেষু সমাবেশয়ন্। কম্? 'অমৃতং মর্ত্ত্যঞ্চ দেবান্ মনুষ্যাংশ্চ, সূর্য্যোদয়ে মনুষ্যাঃ স্বেষু কর্ম্মসু বর্ত্তমানাঃ দেবান্ প্রীণন্তি, প্রীতাশ্চদেবাঃ বৃষ্ট্যাদিনা মনুষ্যান্ আপ্যায়য়ন্তি, তেন দেবমনুষ্যাণাং পরস্পরোপশ্লেষঃ। পুনঃ কিম্ভূতঃ সবিতা? কৃষ্ণেন মলিনেন 'রজসা' রাত্রিকালেন সহ 'আবর্ত্তমানঃ' অনুদিনং পরাবর্ত্তমানঃ' প্রায়েণ রাত্রিকালস্য রাগজনকত্বাং রজস্ত্বম্, পুণ্যকর্ম্মণামবরোধাচ্চ কৃষ্ণত্বম্। অয়ম্ভাবঃ—যঃসবিতা দেবমনুষ্যব্যাপার ব্যবস্থাপকঃ, যশ্চকর্ম্মভূমি-বর্ত্তিনাং পাপ-পুণ্যসাক্ষী প্রত্যহং সমায়াতি, তস্মৈ বয়মর্চ্চনাং কুর্ম্মইতি।

অঙ্গন্যাস পূর্ব্ববৎ—

(গায়ত্রীর ধ্যান)

শ্বেতবর্ণা সমুদ্দিষ্টা কৌশেয়বসনা তথা।
অক্ষসূত্রধরা দেবী পদ্মাসনগতা শুভা।
আদিত্যমণ্ডলান্তঃস্থা ব্রহ্মলোকস্থিতাথবা ॥

সূর্য্যমণ্ডলে কিংবা ব্রহ্মলোকে যিনি
নিয়ত করেন বাস বেদমাতা তিনি।
বসেছেন পদ্মাসনে জপমালা করে
কৌষেয়-বসন পরি' শুভ্রকান্তি ধ'রে ॥

(গায়ত্রীর আবাহন)

কৃতাঞ্জলি হইয়া—

দেবা ঋষয়ো, ধাম দেবতা, গায়ত্র্যা আবাহনে বিনিয়োগঃ।

ওঁ তেজোঽসি শুক্রমস্যমৃতমসি ধাম নামাসি।
প্রিয়ং দেবানামনাধৃষ্টং দেবযজনম্ ॥ (শুক্রং দৈবতং) পাঠান্তর।

হে গায়ত্রি! ত্বং (তুমি) তেজঃ অসি (ব্রহ্মতেজোরূপিণী হও) শুক্রমসি সূর্য্যরূপত্বাৎ দীপ্তিমতী ভবসি (তুমি দীপ্তিমতী) অমৃতমসি (মুক্তিপ্রদা হও) তুমি উপাসকদিগের, নাম (প্রণম্যা) সকলের বন্দনীয়া *ধাম (চিন্তনীয়া হও) দেবানাম্ (উপাসকদিগের)। প্রিয়ং (বাঞ্ছিত) অনাধৃষ্টং (অনভিভূত) দেবযজনং (ঈশ্বরোপাসনার মন্ত্র)।

(নাম) নাময়তি আত্মানং প্রতি সর্ব্বানিতি নাম, সর্ব্বৈঃ প্রণম্যাসি।

(ধাম) ধীয়ন্তে স্থাপ্যন্তে চিত্তবৃত্তিঃ দেবৈঃ অত্র ইতি ধাম, উপাসকৈশ্চিন্তনীয়াসি। অনাধৃষ্টং (অনভিভূতম্)

দেবা ইজ্যন্তে অনেনেতি দেবযজনং, যাগসাধনং বৈদিকমন্ত্রজাতং ত্বমসি — সর্ব্বমন্ত্রময়ত্বাৎ।

দেবগণ ঋষি এর, সবিতা দেবতা;
গায়ত্রীর ছন্দে রচা এই মন্ত্র কথা ॥
গায়ত্রীর আবাহনে প্রয়োগ ইহার ;
এইরূপ চিরন্তন আছে ব্যবহার ॥
তুমি ব্রহ্মতেজ, দেবি ! তুমি দীপ্তিমতী,
হে গায়ত্রি ! তুমি মাগো মুক্তিপ্রদায়িনী ।
উপাসকচিন্তনীয়া দেবপ্রিয়া সতী
উপাসনামন্ত্র তুমি সবিতৃ-রূপিণী ॥

• ওঁ গায়ত্র্যস্যেকপদী দ্বিপদী ত্রিপদী চতুষ্পদ্যপদসি নহি পদ্যসে। নমস্তে তুরীয়ায় দর্শতায় পদায় পরোরজসে.

হে গায়ত্রি, ত্বং একপদী দ্বিপদী ত্রিপদী চতুষ্পদী চ ভবসি। অপৎ অসি যতো নহি পদ্যসে।

একপদী তুমি, দেবি ! গায়ত্রি জননি !
ভূর্ভুবঃ স্বঃ ত্রিভুবন প্রথম চরণ,
তুমি মাতা সর্ব্বারাধ্যা মুক্তি-প্রদায়িনী,
ঋক্, যজুঃ, সাম, তব দ্বিতীয় চরণ ॥
তোমার তৃতীয় পদ তিন বায়ু হয়,
সবিতা চতুর্থপদ, সাধকেরা কয় ॥
না পায় তোমারে, মাগো, কেহ অনায়াসে,
সেহেতু অপদ বলি তন্ত্রকার ঘোষে ॥

তিন বায়ু—প্রাণ, অপান, ব্যান। (রজোগুণাতীতায় শুদ্ধ সত্ত্বগুণ পূর্ণায়)
দর্শতায় (দর্শনীয়ায় দুর্লভত্বাৎ কেবলং দৃশ্যমানায়)

রজোগুণাতীত অই চতুর্থ চরণ
সূর্য্য তব, নমি তায় হ'য়ে শুদ্ধমন ॥

(গায়ত্রীর ঋষ্যাদি)

"গায়ত্র্যা বিশ্বামিত্র ঋষিঃ" ইত্যাদি মন্ত্র পূর্ব্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

(গায়ত্রী)

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ। তৎসবিতু র্বরেণ্যং, ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ ॥

অ+উ+ম্=ওম্। অ=ব্রহ্মা উ=বিষ্ণু ম=মহেশ্বর। ইহার প্রমাণ পুষ্পদন্ত প্রণীত মহিম্নঃস্তোত্রে পাওয়া যায়।

অকারাদি তিন বর্ণে মিলিত হইয়া ওম্,
বুঝাইয়া ত্রিভুবন স্বরগ পৃথিবী ব্যোম।
ঋক্ যজুঃ সাম এই তিন বেদ বুঝাইয়া
ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র মূর্ত্তি, তিন দেব প্রকাশিয়া।
জাগ্রৎ সুষুপ্তি স্বপ্ন এই তিন অবস্থায়
প্রকাশি তোমারে, দেব, স্তুতি-কথা সদা গায় ॥
সমাসনিষ্পন্ন হ'য়ে তোমাকে সমস্তরূপে
আবার হইয়া ব্যস্ত স্তুতি করে ব্যষ্টিরূপে ॥
সূক্ষ্ম-নাদ-ধ্বনিদ্বারা তোমার, ত্রিগুণাতীত,
করে স্তুতি কোনরূপে হয়ে নিজে উচ্চারিত ॥

"ত্রয়ীং তিস্রো বৃত্তীস্ত্রিভুবনমথো ত্রীণপিসুরা"—
ন কারাদ্যৈ র্বর্ণৈ-স্ত্রিভিরভিদধত্তীর্ণবিকৃতি।

তুরীয়স্তে ধাম ধ্বনিভিরবরুন্ধান মণুভিঃ
সমস্তং ব্যস্তং ত্বাং শরণদ গৃণাত্যোমিতিপদম্ ॥

বিশ্বনিয়ন্তা বিশ্বেশ্বর সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের জন্য এই ত্রিগুণাত্মক তিন মূর্ত্তি ধারণ করেন। সর্ব্ববেদসার ওঁ শব্দটী ব্রহ্মবাচক। ভূঃ (পৃথিবী) ভুবঃ (অন্তরীক্ষ) স্বঃ (স্বর্গ)—এই ত্রিভুবনের যাবতীয় পদার্থই সেই পরমারাধ্য পরব্রহ্মের মূর্ত্তি; "আমি এক৷ বহু হইব" এইরূপ শ্রুতিদ্বারা বুঝা যায়, ("অহং বহু স্যাম্ প্রজায়েয়") তিনি বহুরূপ ধারণ করিয়াছেন। তাহা হইলে তাঁহাকে সবিতা বলা যায়। সর্ব্বভূতের জন্ম যাহা হইতে হইয়াছে (বেদান্ত দর্শন বলেন) "জন্মাদ্যস্য যতঃ" (তৎ তস্য সবিতুঃ) সেই বিশ্ব প্রসবিতা* বিশ্বনাথের যে ভর্গ † অর্থাৎ যে তেজঃ তাহাকে আমি চিন্তা করি। সেই ব্রহ্মতেজ কিপ্রকার এই জন্য বরেণ্য পদটী দিয়া বুঝাইয়াছেন। বরেণ্য = বরণীয় সকলের প্রার্থনীয়। সকল পাপ, সর্ব্ববিধ বাসনাকে ভাজিয়া মূল নষ্ট করে সেই তেজ; এই জন্য নাম ভর্গ॥

সবিতা সর্ব্বভূতানাং সর্ব্বভাবান্ প্রসূয়তে।
সবনাৎ পাবনাচ্চৈব সবিতা তেন চোচ্যতে॥
ভৃজিঃ পাকে ভবেদ্ধাতুর্যস্মাৎ পাবয়তে হ্যসৌ।
ভ্রাজতে দীপ্যতে যস্মাজ্জগচ্চান্তে হরত্যপি॥
কালাগ্নিরূপমাস্থায় সপ্তার্চ্চিঃ সপ্তরশ্মিভিঃ।
ভ্রাজতে তৎ স্বরূপেন তস্মাদ্ভর্গঃ স উচ্যতে॥ (যোগী যাজ্ঞবল্ক্য)

"তৎ" তস্য সবিতুঃ তং "ভর্গং" তেজঃ "ধীমহি" চিন্তয়ামঃ॥ কিম্ভূতস্য তস্য সবিতুঃ সর্ব্বভূতানাং প্রসবিতুরিত্যর্থঃ। পুনং কিম্ভূতস্য সবিতুঃ? দেবস্য দীপ্তিক্রীড়াযুক্তস্য। কিম্ভূতঃ ভর্গঃ? "যো ভর্গঃ" "নঃ" অস্মাকং "ধিয়ঃ" বুদ্ধীঃ "প্রচোদয়াৎ" প্রেরয়তি ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু অস্মাকং বুদ্ধীঃ যো ভর্গো নিয়োজয়তীত্যর্থঃ (ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব)॥

ত্রিতাপসন্তপ্ত জীবের পরমশান্তির জন্য উপাসনীয় সেই ব্রহ্ম আমাদের বুদ্ধিকে পুরুষার্থবিষয়ে পরিচালনা করিতেছেন; আমি সেই বিশ্বরচনাদি ক্রীড়াশীল পরমেশ্বরের তেজ চিন্তা করি।

মহাব্যাহৃতির সহ মিশিয়া ওঙ্কার রয়,
গায়ত্রীর পাশে বসে নির্ব্বাণের দ্বার হয়॥

ওঙ্কার পূর্ব্বিকাস্তিস্রো মহা ব্যাহৃতয়োঽ ব্যয়াঃ।
ত্রিপদা চৈব সাবিত্রী বিজ্ঞেয়ং ব্রহ্মণোমুখম্॥ (মনু)

*সূর্য্য ঋষিঃ সূর্য্যো দেবতা সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ ওঁ সূর্য্যস্যাবৃতমন্বাবর্ত্তে॥

(বিসর্জ্জন)

ওঁ উত্তরে শিখরে দেবী ভূম্যাং পর্ব্বতবাসিনী।
ব্রাহ্মণৈঃ সমনুজ্ঞাতা গচ্ছ দেবি যথা সুখং॥

এই মন্ত্রে জল দিবে।

দেহ ক্ষেত্রে অবস্থিত মেরুদণ্ড-শিরে
সহস্রারে গায়ত্রী জননী
করে বাস; ওগো দেবি! ভক্তের আদেশে
ফিরি যাও আনন্দে আপনি॥

সূর্য্যার্ঘ্য ও সূর্য্যপ্রণাম করিয়া আচমন করিবে।

---

*সকল পুস্তকে এই মন্ত্র নাই।

(ঋগ্বেদীয় সন্ধ্যা মন্ত্র)

ওঁ শন্ন আপোধন্বন্যাঃ শমু নঃ সন্ত্বনূপ্যাঃ, শন্নঃ সমুদ্রিয়া আপঃ শমুনঃ সন্তুকূপ্যাঃ ॥ ১

ধন্বন্যাঃ আপঃ (মরুদেশ-জাত-জল-সকল) নঃ (আমাদের) শং (শান্তির্জনক কল্যাণ কর হউক) অনূপ্যাঃ অনূপদেশ-ভবাঃ আপঃ (জলময়-দেশজাত-জলরাশি) ; নঃ (আমাদিগের) শং শান্ত্যৈ ভবন্তু (মঙ্গলজনক হউক) সমুদ্রিয়াঃ আপঃ (সাগরের জল) আমাদিগের কল্যাণপ্রদ হউক। তথা কূপ্যাঃ কূপভবাঃ আপঃ (কূপের জল) নঃ (আমাদের) শমু উ সন্তু শান্ত্যৈ এব ভবন্তু।

ওঁ দ্রুপদাদিব মুমুচানঃ, স্বিন্নঃ স্নাতো মলাদিব। পূতং পবিত্রেণেবাজ্যমাপঃ শুন্ধন্তু মৈনসঃ ॥ ২

স্বিন্নঃ (ঘর্ম্মাক্ত ব্যক্তি) দ্রুপদাৎ (তরুমূল আশ্রয় করিয়া) মুমুচানঃ (ঘর্ম্ম মুক্ত হয়) স্নাতঃ (স্নাত ব্যক্তি) মলাৎ মুক্তো ভবতি (শারীরিক মল হইতে মুক্ত হয়) যথা আজ্যং (ঘৃত) পবিত্রেণ (সংস্কার বিধির দ্বারা অর্থাৎ মন্ত্র দ্বারা) পূতং (পবিত্র) ভবতি (হয়) তথা আপঃ (সেইরূপ জল সকল) মা (আমাকে) এনসঃ (পাপ হইতে) শুন্ধন্তু (পবিত্র করুক)।

ওঁ আপো হি ষ্ঠা ময়োভুব স্তা ন উর্জ্জে দধাতন। মহে রণায়চক্ষসে ॥ ৩

হে আপঃ (হে জল সকল) হি যস্মাৎ (যেহেতু) ময়োভুবঃ ময়ঃ সুখং তস্য ভুবঃ সুখদায়িন্যঃ স্থ ভবথ (যেহেতু তোমরা সুখ দায়ক হও) তা তস্মাৎ (সেই হেতু) নঃ অস্মান্ (আমাদিগকে) উর্জ্জে অন্নায় দধাতন (অন্নভোগের অধিকার দাও) এবং মহে (মহতে) শ্রেষ্ঠায় রণায় (রমণীয়ায়) চক্ষসে (দর্শনায়) দধাতন। মহৎ এবং সুন্দর ব্রহ্ম দর্শনে অধিকারী কর ॥

ইহকালে অন্ন দান কর এবং পরকালে রমণীয় ব্রহ্ম দর্শন দ্বারা আমাদিগকে সুখী কর ॥ রমণীয় শব্দ স্থানে রণাদেশ হইয়াছে।

ওঁ যো বঃ শিবতমো রসস্তস্য ভাজয়তেহ নঃ ॥ উশতীরিব মাতরঃ। ৪

হে-আপঃ (হে জল সকল) বঃ যুষ্মাকং (তোমাদিগের) যো রসঃ শিবতমঃ (অত্যন্ত কল্যাণ কর, অত্যন্ত মঙ্গলপ্রদ) তস্য রসস্য (সেই রসের) ইহ নঃ (আমাদিগকে) ভাজয়ত (ভাগী কর) তোমরা কি প্রকার? উশতীঃ ইচ্ছাবত্যঃ মাতরঃ ইব (পুত্র হিতৈষিণী জননীদের ন্যায়) পুত্রের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী জননীরা যেমন পুত্রদিগকে স্তন্য-ক্ষীর-ধারা দান করিয়া তাহাদেব কল্যাণ সাধন করেন সেইরূপ তোমরাও আমাদিগকে তোমাদের কল্যাণময় রস ভোগের অধিকারী কর ॥

ওঁ তস্মা অরং গমাম বো যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ।

আপো জনয়থা চ নঃ ॥ ৫

হে আপঃ (হে জল সকল) বঃ (তোমাদিগের) তস্মৈ তস্মিন্ রসে (সেই রসে) সপ্তম্যর্থে চতুর্থী) অরং (অলম্) পর্য্যাপ্তিং গমাম (গচ্ছামঃ) সেই রসে আমরা যেন পরিতৃপ্ত হই—যস্য রসস্য যেন রসেন (যে রসদ্বারা) ক্ষয়ে স্থানে (সমগ্র জগতে) সর্ব্বান্ জিন্বথ প্রীণয়থ (সর্ব্বত্র সকল পদার্থকে তৃপ্ত করিতেছ) কিঞ্চ তদ্রসে অস্মান্ জনয়থ (এবং তোমরাও আমাদিগকে সেই রসভোগে অধিকারী কর) ॥

ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাৎ তপসোঽধ্যজায়ত। ততো রাত্র্যজায়ত, ততঃ সমুদ্রো অর্ণবঃ ॥ ওঁ সমুদ্রাদর্ণবাদধি, সংবৎসরো অজায়ত। অহোরাত্রাণি বিদধদ্ বিশ্বস্যমিষতো বশী ॥

ওঁ সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ। দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরিক্ষমথোস্বঃ।

ঋতং সত্যঞ্চ আসীৎ। (ঋত ও সত্যরূপ পরব্রহ্ম মাত্র ছিলেন। তৎকালে একমাত্র ব্রহ্মই ছিলেন) মহাপ্রলয়ের সময়ে ব্রহ্মমাত্রই ছিলেন। ততঃ রাত্রী অজায়ত (ঘোরকৃষ্ণতমসাচ্ছন্ন ছিল) (তাহার পর সৃষ্টির আরম্ভ সময়ে) তপসঃ (অদৃষ্ট প্রভাবে, প্রাক্তন কর্ম্মফলে, অর্থাৎ পূর্ব্ব পূর্ব্বকল্পস্থিত জীবগণের কর্ম্মফলে) সমুদ্রঃ অজায়ত (সমুদ্র উৎপন্ন হইল) সমুদ্র কেমন? অর্ণবঃ (পানীয়যুক্ত) অর্থাৎ জলময় সাগরের উৎপত্তি হইল। সমস্ত জগতের উৎপত্তির কারণ জলরাশি

উৎপন্ন হইয়াছিল। অভীদ্ধাৎ এইটি তপসঃ এই পদের বিশেষণ ; অভি (সর্ব্বতো ভাবে) ইদ্ধাৎ (ফলোন্মুখ) অভীদ্ধাৎ তপসঃ (সর্ব্বতোভাবেফলোন্মুখ অদৃষ্ট বশতঃ) ততঃ সমুদ্রাৎ ধাতা অজায়ত (তাহার পর সেই কারণবারি হইতে বিধাতা জন্মিলেন) ধাতা কেমন ? মিষতঃ বিশ্বস্য বশী (মহাপ্রলয়ে বিলুপ্ত জগতের নির্ম্মাণে পটু) অসৌ ধাতা (সেই বিধাতা) যথাপূর্ব্বং (প্রাক্তন সৃষ্টির ন্যায়) সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ (সূর্য্য এবং চন্দ্রকে) অকল্পয়ৎ (সৃষ্টি করিলেন) কিম্ভূতৌ সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ? কি প্রকার ? রাত্রাণি বিদধৎ (অহঃ এবং রাত্রি অর্থাৎ যে দুটীতে দিন ও রাত্রি করে, সূর্য্য দিন ও চন্দ্রমা রাত্রি করেন) তাহাতে দিন ও রাত্রি হইতে লাগিল। ততঃ (সূর্য্য এবং চন্দ্রের উৎপত্তির পর) সংবৎসরঃ অজায়ত (সংবৎসরের সৃষ্টি হইল) অথো (অনন্তর) দিবং (স্বর্গ) পৃথিবীং (পৃথিবী) অন্তরিক্ষং (আকাশ) চ (এবং) স্বঃ (স্বর্গ লোকের উপরিস্থিত মহঃ জনঃ তপঃ সত্যলোকগুলি) ধাতা অকল্পয়ৎ (সৃষ্টি করিলেন)।

পদ্যানুবাদ সামবেদীয় সন্ধ্যায় দেওয়া হইয়াছে। "যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ" এই কথাটী দ্বারা বুঝা যায়, সৃষ্টি-প্রবাহ অনাদি॥ অমুক দিন হইতে সৃষ্টির আরম্ভ এ কথা কেহই বলিতে পারে না। এক এক কল্পে এক এক ব্রহ্মা সৃষ্টির ভার প্রাপ্ত হয়েন। কবি বিদ্যাপতি বলেন—

কত চতুরানন মরি মরি জাওত,
ন তুয়া আদিঅবসানা।
তোহে জনমি পুন তোহে সমাওত
সাগরলহরীসমানা॥

দার্শনিকগণ সকলেই একবাক্যে সৃষ্টির অনাদিত্ব স্বীকার করিয়াছেন॥

(প্রাণায়াম)

বিষয়-রাজ্যে পরিভ্রমণশীল মনকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে অর্থাৎ মনের চাঞ্চল্য দূর করিতে প্রাণায়ামের প্রয়োজন॥

মনের চাঞ্চল্য দূর না হইলে সন্ধ্যা, পূজা, জপ, যজ্ঞ কিছুই ফলপ্রদ হইবে না। প্রাণায়ামপ্রভাবে মনকে পরমেশের পাদপদ্মে স্থাপন করা যায়। তাহাতেই তাঁহার প্রসন্নতা লাভ করা যায়।

প্রত্যেক মন্ত্রের উচ্চারণের অগ্রে সেই মন্ত্রের প্রকাশক ঋষি, ছন্দ, মন্ত্রের উদ্দিষ্ট দেবতা এবং কোন্ কাজে উহার প্রয়োজন তাহা স্মরণ করা উচিত।

সুতরাং প্রাণায়ামেরও ঋষ্যাদি প্রথমে দেওয়া হইতেছে।

ওঁ কারস্য ইত্যাদি মন্ত্র এবং তাহার অনুবাদ পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে।

সপ্তব্যাহৃতীনাং বিশ্বামিত্র-জমদগ্নি-ভরদ্বাজ-গৌতমাত্রি-বশিষ্ঠ-কশ্যপা ঋষয়ঃ অগ্নিবায়্বাদিত্য-বৃহস্পতি-বরুণেন্দ্র-বিশ্বদেবা দেবতা গায়ত্র্যুষ্ণিগনুষ্টুব্-বৃহতী-পঙ্‌ক্তি-ত্রিষ্টুপ্ জগত্যশ্ছন্দাংসি, প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ। সাবিত্র্যা বিশ্বামিত্র ঋষিঃ, সবিতা দেবতা, গায়ত্রী চ্ছন্দঃ প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ ॥ ৭

"গায়ত্রী শিরসঃ" ইত্যাদি মন্ত্র পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি, মহাতপা ভরদ্বাজ,
ঋষি হন সপ্ত ব্যাহৃতির।
গৌতম মহর্ষি, অত্রি, বশিষ্ঠ, কশ্যপ আর,
যথাক্রমে জানিবে সুস্থির ॥
অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য, দেব— গুরু বৃহস্পতি হন
বরুণেন্দ্র বিশ্বদেব ইহার দেবতা।
বৃহতী, জগতী, পঙ্‌ক্তি, গায়ত্রী, উষ্ণিক্ আর
অনুষ্টুপ্ ত্রিষ্টুপেতে রচিত একথা ॥
প্রাণায়ামে প্রয়োজন ইহার, জানিবে সবে,
সাবিত্রীর বিশ্বামিত্র, দেবতা সবিতা।

গায়ত্রী মধুর ছন্দে গ্রথিত হয়েছে ইহা,
প্রাণায়ামকার্য্যে লাগে এই মন্ত্র কথা ॥

ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ইত্যাদি মন্ত্রে প্রাণায়াম পূর্ব্ববৎ।

(পুনর্ম্মার্জ্জন)

ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব ইত্যাদি মন্ত্রেরদ্বারা জল শুদ্ধি করিয়া আপোহিষ্ঠেতি মন্ত্রে ৯ বার মস্তকে জল ছিটাইবে।

(আচমন)

(প্রাতঃ সন্ধ্যায় আচমন মন্ত্র)

সূর্য্যশ্চেত্যস্য ব্রহ্ম ঋষিঃ সূর্য্যমন্যু মন্যুপতয়ো দেবতাঃ প্রকৃতিশ্ছন্দ আচমনে বিনিয়োগঃ।

সূর্য্য, মন্যু, মন্যুপতি ইহার দেবতা,
ঋষি ব্রহ্মা এই মন্ত্রে মেনো;
প্রকৃতির ছন্দে রচা এই মন্ত্র খানি,
আচমনে প্রয়োজন জেনো ॥

(মধ্যাহ্ন সন্ধ্যায় আচমন মন্ত্র)

আপঃ পুনন্ত্বিত্যস্য বিষ্ণুঋষিরাপো দেবতা, অনুষ্টুপ্ ছন্দ আচমনে বিনিয়োগঃ।
ওঁ আপঃ পুনন্তু পৃথিবীং, পৃথিবী পূতা পুনাতু মাম্। পুনন্তু ব্রহ্মণস্পতি র্ব্রহ্ম পূতা পুনাতু মাম্। যদুচ্ছিষ্ট মভোজ্যং, যদ্ বা দুশ্চরিতং মম। সর্ব্বং পুনন্তু মামাপো-ঽসতাঞ্চ প্রতিগ্রহ ওঁ স্বাহা ॥

পণ্ডিতবর শ্যামাচরণ কবিরত্ন মহাশয়ের পুস্তকে ঋগ্বেদীয় সন্ধ্যায় প্রাণায়ামের পর পুনর্ম্মার্জ্জন পরে আচমন এবং তাহার পরে আবার ১৩টী মন্ত্রে পুনর্ম্মার্জ্জনের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের পুস্তকে পুনর্ম্মার্জ্জন মন্ত্র একবার মাত্র দেওয়া হইয়াছে।

আপঃ পৃথিবীং পুনন্তু (জল পৃথিবীকে পবিত্র করুন) পৃথিবী পূতা সতী মাং পুনাতু (পৃথিবী পবিত্র হইয়া আমাকে পবিত্র করুন) আপঃ ব্রহ্মণঃ পতিং পুনন্তু (জল বেদের অধ্যাপক আচার্য্যকে পবিত্র করুন।) তৎ ব্রহ্ম (সেই বেদ) (আচার্য্যদেব কর্তৃক উপদিষ্ট সেই বেদ) পূতা (পবিত্র হইয়া) মাং পুনাতু (আমাকে পবিত্র করুন)। যৎ উচ্ছিষ্টং (যাহা অন্যের ভুক্তাবশিষ্ট), অভোজ্যং (অখাদ্য ভক্ষণ) অথবা অখাদ্য যে অন্যের উচ্ছিষ্ট, তাহা ভক্ষণ করা) যদ্ বা অন্যৎ দুশ্চরিতং (অন্য অসদাচরণ) অসতাং প্রতিগ্রহঞ্চ (অসৎপ্রতিগ্রহ জনিত যে কিছু পাপ) তৎ সর্ব্বং (সেই সকল পাপ দূরীভূত করিয়া) আপঃ মাং পুনন্তু (জলনারায়ণ আমাকে পবিত্র করুন।) পদ্যানুবাদ পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে।

(সায়ং সন্ধ্যায় আচমন মন্ত্র)

অগ্নিশ্চেত্যস্য রুদ্র ঋষি, রগ্নিমন্যু মন্যুপতয়ো দেবতাঃ প্রকৃতিশ্ছন্দ আচমনে বিনিয়োগঃ।

এই মন্ত্রে রুদ্র ঋষি, ছন্দ প্রকৃতির,
সায়ংকালে পঠনীয় জানিবে সুধীর ॥
অগ্নি, মন্যু, মন্যুপতি দেবতা ইহার,
আচমনে এই মন্ত্র হয় ব্যবহার ॥

অন্য পুস্তকে এইরূপ পাঠ দেখা যায়।

অগ্নিশ্চেত্যনুবাকস্য যাজ্ঞিক উপনিষদৃষিঃ (অগ্নি-মন্যু-মন্যুপত্যাহানি দেবতাঃ); অগ্নিশ্চেত্যারভ্য রক্ষন্তামিত্যর্চ্চস্য চতুর্বিংশত্যক্ষরা গায়ত্রী, যদহ্নেত্যারভ্য ময়ীত্যন্তস্য পঞ্চপদা পঙ্ক্তিঃ ইদমহমিত্যারভ্য স্বাহেত্যন্তস্য দশাক্ষরপাদাভ্যামুপেতা বিরাট্ চ্ছন্দঃ, মন্ত্রাচমনে বিনিয়োগঃ ॥

অগ্নি, মন্যু, মন্যুপতি, দিবস দেবতা এর
উপনিষদ্ নামা ঋষি করেছেন যজ্ঞ ঢের।

রক্ষন্তাং-পর্য্যন্ত অংশ চতুর্ব্বিংশত্যক্ষরায়
গায়ত্রী ছন্দেতে রচা পঙক্তি ছন্দ পুনরায়।
যদহ্না হইতে ময়ি, জানিবে সাধকগণ,
বিরাট্-ছন্দেতে গাঁথা, আচমনে প্রয়োজন॥
দশটী অক্ষর যার, যাহার চরণদ্বয়
সে ছন্দ বিরাট নামে বেদেতে পঠিত হয়॥

(পুনর্ম্মার্জ্জন)

পুনর্ম্মার্জ্জন মন্ত্রে অতিরিক্ত মন্ত্রগুলির অনুবাদ দেওয়া গেল।

ওঁ ঈশানা বার্য্যানাং ক্ষয়ন্তীশ্চর্ষণীনাং। অপো যাচামি ভেষজং॥

বার্য্যানাং ঈশানা (ব্রীহি অর্থাৎ এবং ধান্য যব প্রভৃতি শস্যের ঈশ্বর) চর্ষণীনাং (মানবদিগের) ক্ষয়ন্তীঃ (জীবনরক্ষক) অপঃ (সেই জলের নিকট) ভেষজং যাচামি। পাপাপনোদন অর্থাৎ পাপ-ব্যাধি-বিনাশরূপ সুখ প্রার্থনা করি)। ১

যে জল শস্যের প্রভু ব্রীহি, যব আদি,
রক্ষা করে মানব জীবন।
পাপ, ব্যাধি হোক নাশ নিয়ত আমার,
জলপাশে এই আকিঞ্চন॥

ওঁ অপ্সু মে সোমো অব্রবীদন্ত র্বিশ্বানি ভেষজা। অগ্নিঞ্চ বিশ্বশম্ভুবং॥ ২

অপ্সু (জলে) অন্তঃ (মধ্যে) বিশ্বাভেষজা সন্তি সর্ব্বানি ঔষধানি সন্তি (সমস্ত ঔষধ আছে) ইতিমে মহ্যং মন্ত্র দর্শিনে মুনয়ে সোমঃ অব্রবীৎ ইহা সোমদেব আমাকে বলিয়াছেন। তথা বিশ্বশম্ভুবং (সর্ব্বস্য জগতঃ সুখ করং এতন্নামকং অগ্নিঞ্চ অপ্সু বর্ত্তমানং সোমঃ অব্রবীৎ॥

জগতের হিতকর আছে দেব বৈশ্বানর,
আর আছে নিখিল ঔষধি।
জলমাঝে নিরন্তর সর্ব্বব্যাধিনাশকর.
কহিলেন সোমদেব নিধি॥

ওঁ আপঃ পৃণীত ভেষজং, বরূথং তন্বে মম। জ্যোক্ চ সূর্য্যং দৃশে।

হে আপঃ (হে জল!) মম তন্বে (আমার শরীরের জন্য) বরূথং (রোগনাশক) ভেষজং (ঔষধ) পৃণীত (প্রস্তুত কর) কিঞ্চ জ্যোক্ (চিরদিন) সূর্য্যং দৃশে (সূর্য্যকে যেন দেখিতে পাই)।

হে জল! প্রস্তুত কর রোগের ঔষধি
আমার দেহের লাগি, ঘোচে যাহে ব্যাধি॥
নীরোগ হইয়া যেন দেখিবারে পাই
চিরকাল সূর্য্যদেবে, এই ভিক্ষা চাই॥

ওঁ ইদমাপঃ প্র বহত, যৎকিঞ্চ দুরিতং ময়ি।
যদ্বাহ মভিদুদ্রোহ, যদ্ বা শেপ উতানৃতং॥

আপঃ (হে জল) ময়ি (আমাতে) যৎকিঞ্চ দুরিতং (যে কিছু অজ্ঞানকৃত পাপ আছে) বা (অথবা) অহং (আমি) অভিদুদ্রোহ (জ্ঞানপূর্ব্বক যে অন্যের অনিষ্ট করিয়াছি) অথবা শেপে (সাধুজনকে গালি দিয়াছি) উত (অপিচ) অনৃতং (মিথ্যা বলিয়াছি) তৎ ইদং সর্ব্বং অপরাধজাতং (সেই সব অপরাধ জনিত পাপ দূরে লইয়া যাও)।

আমাতে অজ্ঞানকৃত আছে যত পাপ
অথবা পরের মনে দিয়াছি সন্তাপ।
সাধুগণে দিছি গালি, মিথ্যা ব্যবহার,
দূরে, লয়ে যাও জল, সেই পাপভার।

ওঁ আপো অদ্যান্বচারিষং, রসেন সমগস্মহি।
পয়স্বানগ্ন আ গহি তং মা সং সৃজ বর্চ্চসা॥

অদ্য (অস্মিন্ দিনে) অবভৃথার্থম্ আপঃ অন্বচারিষং (জলানি অনুপ্রবিষ্টোঽস্মি) আজ আমি সলিলে অবগাহন করিয়াছি। রসেন সমগস্মহি (এবং তাহার রসের সহিত মিলিত হইয়াছি) হে অগ্নে (হে অগ্নিদেব!) পয়স্বান্ (জলবিশিষ্ট) আগহি (এস) তংমা (তাদৃশ স্নাত আমাকে) বর্চ্চসা (তেজের সহিত) সংসৃজ (সংযুক্ত কর)।

তাহার রসের সহ রয়েছি মিলিত,
করিয়াছি আজি জলে স্নান।
প্রবেশিলে জল মাঝে, ওহে বৈশ্বানর,
তুমি, দেব, তাই পয়স্বান্॥
এই কর্ম্মে, বৈশ্বানর, কর আগমন,
আমারে তেজের সহ কর সংযোজন॥

(**অঘমর্ষণ**)

অঘ মর্ষণ মন্ত্র ও তাহার পদ্যানুবাদ পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে।

(সূর্য্যার্ঘ্য—প্রাতঃ ও সায়ং সন্ধ্যায়)

ওঁ কারস্য ব্রহ্ম ঋষি রগ্নি দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দো মহাব্যাহৃতীনাং প্রজাপতি ঋষিঃ প্রজাপতি র্দেবতা বৃহতীচ্ছন্দো গায়ত্র্যা বিশ্বামিত্র ঋষিঃ সবিতা দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সূর্য্যার্ঘ্যদানে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ। তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ।

ওঙ্কারের ঋষি ব্রহ্মা, চৈতন্য দেবতা,
গায়ত্রীর ছন্দে বদ্ধ ; মহাব্যাহৃতির
পরমেষ্ঠী প্রজাপতি, ঋষি পুণ্যচেতাঃ,
দেব হন প্রজাপতি ছন্দ বৃহতীর ॥

গায়ত্রীর মন্ত্র দ্রষ্টা বিশ্বামিত্র ধীর
সাবিত্রী দেবতা হয়, ছন্দ গায়ত্রীর
জলাঞ্জলি দিতে সূর্য্যে হয় প্রয়োজন,
শ্রুতিউপদেশবাণী রাখিবে স্মরণ ॥

(মধ্যাহ্ন সন্ধ্যায়)

•আকৃষ্ণেন ইত্যাদি মন্ত্র এবং তাহার পদ্যানুবাদ পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে।

(সূর্য্যোপস্থান)

ওঁ অসাবাদিত্যো ব্রহ্ম

সূর্য্যই পরম ব্রহ্ম জানিবে নিশ্চয়।
বৈদিক সিদ্ধান্তবাণী, করিবে প্রত্যয় ॥
এই মন্ত্র পাঠ করি' করি' প্রদক্ষিণ।
জলাঞ্জলি দিবে সূর্য্যে সবে প্রতিদিন ॥

অন্য মন্ত্র পূর্ব্ববৎ—

অঙ্গন্যাস পূর্ব্ববৎ—

(আবাহন)

ওঁ আগচ্ছ বরদে দেবি জপ্যে মে সন্নিধা ভব।
গায়ন্তং ত্রায়সে যস্মাদ্ গায়ত্রী ত্বং ততঃস্মৃতা॥

হে বরদে! জপকার্য্যে এস একবার
যেই জন করে গান তাহারে করহ ত্রাণ
তেঁই সে গায়ত্রী নাম হইল তোমার॥

(গায়ত্রীর ধ্যান)

ওঁ ঋগ্ যজুঃ সামত্রিপদাং তির্য্যগূর্দ্ধাধরদিক্ষু ষট্কুক্ষিং পঞ্চশিরস মগ্নিমুখীং ব্রহ্মশিরস্কাং রুদ্রশিখাং সূর্য্য-মণ্ডলস্থাং কৌষেয়বসনাং পদ্মাসনস্থাং দণ্ডকমণ্ডল্বক্ষসূত্রা ভয়াঙ্ক-চতুর্ভুজাং শুভ্রবর্ণাং শুভ্রাম্বরানুলেপন স্রগা-ভরণাং শরচ্চন্দ্র-সহস্রপ্রভাং সর্ব্বদেবময়ীং ধ্যায়েৎ।

যাহার চরণ ঋগ্ যজুঃ সাম, পাঁচটী যাহার শির,
ঊর্দ্ধ অধঃ আর দিক্ চারিটীতে ছয়টী উদর স্থির,
মস্তক যাহার দেব পদ্মযোনি, বহ্নি যাহার মুখ,
যাহার হৃদয় আপনি মাধব, যাহারে স্মরিলে সুখ॥
স্বয়ং রুদ্র শিখাটী যাহার, সূরয মণ্ডলে থাকে,
দণ্ডকমণ্ডলু জপমালা আদি যে করকমলে রাখে।
বসি পদ্মাসনে পট্ট বাসপরি' শত শত চাঁদদীপ্তি
করিছে ধারণ মালা আভরণ, চন্দনে যাহার তৃপ্তি॥

নিখিলদেবতারূপিণী জননী শুভ্রবরণ মূরতিখানি
তিনটী বেলায় করিবে ধেয়ান স্ববলে আপন হৃদয়ে আনি' ॥

গায়ত্রীর জপ পূর্ব্ববৎ—

(উপস্থান)

ওঁ তচ্ছংযোরিত্যস্য শংযুঋষি র্বিশ্বেদেবা দেবতাঃ শক্করীচ্ছন্দঃ সাবিত্র্যুপস্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ তচ্ছংযো-রাবৃণীমহে, গাতুং যজ্ঞায়, গাতুং যজ্ঞপতয়ে। দৈবীস্বস্তিরস্তু নঃ, স্বস্তি র্মানুষেভ্যঃ ঊর্দ্ধং। জিগাতু ভেষজং শন্নো অস্তু দ্বিপদে শং চতুষ্পদে॥

বর্ত্তমান-ভবিষ্যৎ-রোগ-শোক-নাশী
যেই কাজ, তাহা নিত্য মোরা ভালবাসি।
যজ্ঞের প্রার্থনা করি ফল-প্রাপ্তি আর
যজমান গৃহস্থের ; আমি সবাকার॥
পুত্রাদির নিরবধি হউক মঙ্গল,
ঘুচে যাক আমাদের সব অমঙ্গল।
গবাদি পশুও যেন হয় নিরাময়,
দেবতার আশীর্ব্বাদে যেন সুখী হয়॥

শং (উপস্থিত রোগাদির উপশম-কারণ) যোঃ (ভাবিরোগাদীনাং বিয়োগ-কারণম্) (অর্থাৎ ভবিষ্যৎ রোগাদির বিয়োগ কারণ) তৎ কর্ম্ম আবৃণীমহে (আমরা সেই কর্ম্ম প্রার্থনা করি) যজ্ঞায় গাতুং (যজ্ঞের প্রাপ্তি) আবৃণীমহে (প্রার্থনা করি) যজ্ঞপতয়ে গাতুং (যজমানের) ফলপ্রাপ্তি আবৃণীমহে (প্রার্থনা করি) নঃ (আমাদের) দৈবী স্বস্তিঃ অস্তু (দেবতারা আমাদের মঙ্গল করুন) মানুষেভ্যঃ স্বস্তিঃ অস্তু (পুত্রাদির মঙ্গল হউক) ইত ঊর্দ্ধং সর্ব্বদা ভেষজং জিগাতু (অতঃপর আমাদের

সর্ব্ববিধ অমঙ্গল নিবারণ হউক) নঃ (আমাদের) দ্বিপদে শং অস্তু। চতুষ্পদে শং অস্তু। (পুত্রাদি দ্বিপদের ও গবাদি চতুষ্পদের কল্যাণ হোক্)।

নমো ব্রহ্মণইত্যস্য প্রজাপতি ঋষি বিশ্বে দেবা দেবতা জগতী ছন্দঃ সাবিত্র্যুপ-স্থানে বিনিয়োগঃ।

ওঁ নমো ব্রহ্মণে, নম, অগ্নয়ে, নমঃ পৃথিব্যৈ, নম ওষধিভ্যঃ। নমো বাচে, নমো বাচস্পতয়ে, নমো বিষ্ণবে বৃহতে করোমি।

প্রণমি পৃথিবী দেবী, দেবী সরস্বতী,
প্রজাপতি ব্রহ্মা আর দেব বৃহস্পতি।
প্রণমি ওষধিগণ, মহাবিষ্ণু আর
অগ্নিকে প্রণাম করি আমি বারম্বার॥

(বিসর্জ্জন)

ওঁ উত্তমে শিখরে দেবী ভূম্যাং পর্ব্বতমূর্দ্ধনি
ব্রাহ্মণৈরভ্যনুজ্ঞাতা গচ্ছদেবি যথা সুখম্।

মেরুদণ্ড-শিরোদেশে, সহস্র-কমলে ব'সে
আছেন গায়ত্রীমাতা উজলি' ভুবন।
ব্রাহ্মণের অনুজ্ঞায় বেদ-মাতঃ পুনরায়
সুখে সেই স্থানে, দেবি, করহ গমন॥

(শান্তি)

ওঁ ভদ্রমিত্যস্য বিমদ ঋষি রগ্নির্দ্দেবতৈকপদা বিরাট্ ছন্দঃ শান্তিকরণে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভদ্রং নো অপি বাতয় মনঃ॥ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ॥

ওহে দেব বৈশ্বানর-আমাদের মন
তব স্তুতি করিবারে করহ প্রেরণ॥

এই মন্ত্রে মস্তকে জল দিবে—

'ওঁ নমো ব্রহ্মণে' বলি' করি প্রদক্ষিণ
সূর্য্যার্ঘ্য করিবে দান দ্বিজ প্রতিদিন ॥
সূর্য্য নমস্কার করি দেবতা ব্রাহ্মণগণে
এই মন্ত্রে প্রণমিবে সতত সংযত-মনে।

ওঁ আ সত্যলোকা-দাপাতালা-দালোকালোকপর্ব্বতাৎ
যে সন্তি ব্রাহ্মণা দেবা স্তেভ্যো নিত্যং নমো নমঃ ॥

ঊর্দ্ধস্থিত সত্যলোকে, আর অধো দেশে
লোকালোক পর্ব্বত অবধি,
চারি দিকে যে সকল দেবতা ব্রাহ্মণ
রহে সবে নমি' নিরবধি ॥

ইতি সন্ধ্যা মন্ত্রের অনুবাদ সমাপ্ত।

(ঋগ্বেদীয় সূর্য্যোপস্থানসূক্ত)

উদুত্য-মিতি ত্রয়োদশর্চ্চস্য সূক্তস্য কাণ্বঃ প্রস্কণ্ব ঋষিঃ সূর্য্যোদেবতা, আদ্যানাং নবানাং গায়ত্রী, অন্ত্যানাং চতসৃণাম্ অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ।

প্রস্কণ্ব ইহার ঋষি,—কণ্বপুত্র মহাধীর,
নয়টী গায়ত্রী ছন্দ, অনুষ্টুপ চারিটীর।
ইহার গায়ত্রীচ্ছন্দঃ প্রথমেতে নয়টীর—
অনুষ্টুপ ছন্দ জেনো অবশিষ্ট চারিটীর।

ভাস্কর দেবতা এর—জানিবে সাধকগণ। . .
সূর্য্য-উপাসনা-কার্য্যে এ মন্ত্রের প্রয়োজন ॥

১। ওঁ উদুত্যং জাতবেদসং এই মন্ত্র ও অনুবাদ পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে।

২। ওঁ অপ ত্যে তায়বো যথা, নক্ষত্রা যন্ত্যক্তুভিঃ। সূরায় বিশ্বচক্ষসে।
(অক্তুভিঃ রাত্রিভিঃ সহ তায়বঃ প্রসিদ্ধাঃ তস্করাইব।)

বিশ্ব-প্রকাশক সূর্য্যে করি নিরীক্ষণ
প্রসিদ্ধ-তস্কর-সম করে পলায়ন।
নীরবে নক্ষত্ররাজি রজনীর সনে
অরুণ-রঞ্জিত অই ঊষা আগমনে ॥

ওঁ অদৃশ্র মস্য কেতবো, বি রশ্ময়ো জনাঁ অনু। ভ্রাজন্তো অগ্নয়ো যথা—
অস্য সূর্য্যস্য কেতবঃ (এই সূর্য্যের বিজ্ঞাপক রশ্মি সকল) ভ্রাজন্তঃ অগ্নয়ঃইব (প্রদীপ্ত অগ্নির ন্যায়) জনান্ অনু অদৃশ্রম্। সর্ব্বং জগৎ প্রকাশয়ন্তি।

প্রদীপ্ত-পাবক-সম ইহার কিরণ
একে একে প্রকাশিছে নিখিল ভুবন ॥

ওঁ তরণির্বিশ্বদর্শতো, জ্যোতিষ্কৃদসি সূর্য্য। বিশ্ব মা ভাসি রোচনং।

তুমি হে আরোগ্য-দাতা ভুবন-প্রকাশকারী
দিবাকর! তুমি দেব! উপাসক-পাপ-হারী।
করিতেছ আলোকিত নিখিল আকাশ তুমি
সকলের দর্শনীয় তুমি, হে জগত-স্বামী ॥

ওঁ প্রত্যঙ্ দেবানাং বিশঃ প্রত্যঙ্ঙুদেষি মানুষান্। প্রত্যঙ্ বিশ্বং স্ব দৃশে।

দেববশ্য মরুদ্গণ, যাঁহারা আকাশচারী
স্বর্গবাসী দেবগণ, যাঁরা হন অসুরারি।
জগৎ-প্রকাশ-তরে উদিত হতেছ তুমি
তাঁদের সম্মুখে, নাথ, আলো করি বিশ্ব-ভূমি।
নিখিলের পুরোভাগে তোমারে উদিত দেখি—
এমনি মহিমা তব—পরিতৃপ্ত সব আঁখি ॥

২য় খণ্ডে অবশিষ্ট সূক্তগুলি দেওয়া হইয়াছে।

(গায়ত্রীর শাপোদ্ধার)

সন্ধ্যায় অঙ্গন্যাসের পরে পাঠ্য।

গায়ত্র্যা ব্রহ্মশাপ-বিমোচনমন্ত্রস্য ব্রহ্ম ঋষি র্গায়ত্রী চ্ছন্দো ব্রহ্ম দেবতা ব্রহ্ম শাপ-বিমোচনে বিনিয়োগঃ।

শাপ-বিমোচন-মন্ত্রে ব্রহ্মা হন ঋষি,
পরব্রহ্ম ইহার দেবতা।
গায়ত্রীর ছন্দে এই মন্ত্রটী গ্রথিত,
শাপমুক্তি-হেতু মন্ত্র-কথা ॥

ওঁ গায়ত্রি ত্বং যদ্ ব্রহ্মেতি ব্রহ্মবিদো বিদুস্ত্বাং। পশ্যন্তি ধীরাঃ সুমনসো বা। গায়ত্রি ত্বং ব্রহ্মশাপাদ্ বিমুক্তা ভব।

ব্রহ্ম-জ্ঞানী আছে যারা, এইরূপ জানে তারা
যিনি ব্রহ্ম তিনি তুমি গায়ত্রি জননি!
দেখেন পণ্ডিতগণ,— যাঁদের নির্ম্মল মন,—
এরূপে তোমাকে, দেবি, ব্রহ্ম-স্বরূপিণি!
ব্রহ্মশাপ হতে মুক্তা হও, মা, এখনি ॥

গায়ত্র্যা বশিষ্ঠ শাপ-বিমোচনমন্ত্রস্য বশিষ্ঠ ঋষি রনুষ্টুপ্ ছন্দো ব্রহ্ম-বিষ্ণু রুদ্রা দেবতা বশিষ্ঠশাপবিমোচনে বিনিয়োগঃ।

এ মন্ত্রে বশিষ্ঠ ঋষি, ছন্দ অনুষ্টুপ হয়,
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্রদেব দেবতা ইহার কয়।
বশিষ্ঠ-শাপের মুক্তি মাত্র প্রয়োজন জেনো
শাপোদ্ধার-মন্ত্রগুলি নিত্যপাঠ্য বলে মেনো।

ওঁ অর্ক জ্যোতি রহং ব্রহ্মা ব্রহ্মজ্যোতি রহং শিবঃ
শিবজ্যোতি রহং বিষ্ণু র্বিষ্ণু জ্যোতি রহং শিবঃ॥

গায়ত্রি ত্বং বশিষ্ঠশাপাদ্ বিমুক্তা ভব।

সূর্য্যজ্যোতি ব্রহ্মা আমি ব্রহ্মজ্যোতি শিব
শিবজ্যোতি বিষ্ণু আমি বিষ্ণুজ্যোতি শিব।
বশিষ্ঠের শাপ হতে মুক্ত হও, মাগো,
গায়ত্রি, হৃদয়ে মোর নিরবধি জাগো॥

গায়ত্র্যা বিশ্বামিত্রশাপবিমোচনমন্ত্রস্য বিশ্বামিত্র ঋষি রনুষ্টুপ্ ছন্দো গায়ত্রী দেবতা বিশ্বামিত্রশাপ বিমোচনে বিনিয়োগঃ।

ওঁ অহো দেবি! মহো দেবি। বিস্থে য
চৈব ব্রহ্মযোনি নমোঽস্তুতে। গায়ত্রি ত্বং বিশ্বামিত্রশাপাদ্বিমুক্তা ভব।

এ মন্ত্রের ঋষি হন বিশ্বামিত্র মুনি,
অনুষ্টুপ্ ছন্দে রচা এই মন্ত্র, শুনি॥
দেবতা গায়ত্রী দেবী পূজ্যা সকলের
বিশ্বামিত্র শাপ মুক্তি প্রয়োজন এর।

ওগো দেবি ! তেজো ময়ি, তুমি তত্ত্ব-জ্ঞানময়ী
সন্ধ্যারূপে সরস্বতি, প্রণমি জননি,
জরা, মৃত্যু, বিবর্জ্জিতা তুমি দেবী বেদ-মাতা
বিশ্বামিত্র-শাপমুক্তা হওগো এখনি ॥

(ব্রহ্মযজ্ঞ)

সন্ধ্যা বন্দনার পর বেদপাঠ ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য। কালবশে বেদপাঠের প্রচলন না থাকায় চারি বেদের চারিটী মন্ত্র পাঠ করা হয়। ইহাকেই ব্রহ্মযজ্ঞ বলে।

ওঁ অগ্নিমীড়ে পুরোহিতং, যজ্ঞস্য দেব মৃত্বিজং। হোতারং রত্নধা-তমং। ১

যজ্ঞভূমি পূর্ব্বভাগে আসন যাঁহার
নিজে যিনি দীপ্যমান ; হোতা দেবতার।
যজ্ঞফল-রূপরত্ন করিছে প্রদান
সেই অগ্নিদেব-স্তুতি করি মোরা গান ॥

ওঁ ইষে ত্বোর্জ্জে ত্বা বায়ব স্থ। দেবো বঃ সবিতা প্রার্পয়তু। শ্রেষ্ঠতমায় কর্ম্মণে।

হে শাখে, বর্ষণ তরে করিব ছেদন ;
অন্নহেতু পুনঃ লয়ে যাই।
তোমা-দ্বারা বহ্নি-কুণ্ডে আহুতি প্রদানি,
সূর্য্য হতে তাহে বৃষ্টি পাই ॥
বৎসগণ ! যাহ চলি জননী ত্যজিয়া
সায়ং কালে দুগ্ধ প্রয়োজন।
সাধিতে যজ্ঞের কাজ সহস্র-কিরণ,
বনে তোমা করুন প্রেরণ ॥

ওঁ অগ্ন আ য়াহি বীতয়ে, গৃণানো হব্যদাতয়ে। নি হোতা সৎসি বর্হিষি। ২

দেবগণে দিতে, আর ভক্ষিতে আহুতি,
আমাদের প্রার্থনায়, ওহে হুতাশন!
এস, দেব, হোতা হয়ে করি হে কাকুতি,
বস, ওই তব তরে রহে কুশাসন ॥

ওঁ শন্নো দেবীরভিষ্টয়ঃ, আপো ভবন্তু পীতয়ে। শং যো-রভি স্রবন্তু নঃ।

দেবতা-স্বরূপ জল পাপ নাশ করি' আমাদের হোক সুখকর।
যজ্ঞাঙ্গ-স্বরূপ হ'য়ে রোগরাশি নাশি' বর্ষে যেন ধারা নিরন্তর ॥

(শ্রীশ্রীদেবী-সূক্ত)

ওঁ অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরা, ম্যহমাদিত্যৈ রুত বিশ্বদেবৈঃ। অহং মিত্রা-বরুণোভা বিভর্ম্যহমিন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা ॥ ১

একাদশ রুদ্রে আমি, ঊর্দ্ধে করি বিচরণ।
দ্বাদশ আদিত্য আমি, আমি হই বসুগণ ॥
মিত্র বরুণাদি, ইন্দ্র, অশ্বিনী, অনল-দেবে
ধরে' রাখি। হর্ত্তা কর্ত্তা আত্মারূপে আমি সবে ॥

ওঁ অহং সোম মাহনসং বিভর্ম্যহং ত্বষ্টার মুত পূষণং ভগং। অহং দধামি দ্রবিণম্ হবিষ্মতে, সুপ্রাব্যে যজমানায় সুন্বতে ॥ ২

দেবতার চিরশত্রু-হন্তা সোমে আমি ধরি।
আমা হতে লভে ফল যজমান যজ্ঞ করি' ॥
ত্বষ্টা, পূষা ভগবতী অন্তর্য্যামী আমি হই,
আমাতেই বিশ্বস্থিতি, আমি সর্ব্ব জীবে রই ॥

ওঁ রাষ্ট্রী সংগমনী বসূনাং চিকিতুষী প্রথমা যজ্ঞিয়ানাম্। তাং মা দেবা ব্যদধুঃ পুরুত্রা ভূরিস্থাত্রাং ভূর্য্যাবেশয়ন্তীম্। ৩

উপাসকগণে আমি নিত্য করি ফলদান
জগত বিধাত্রী আমি, সর্ব্বজীবে আমি প্রাণ ॥
উপাস্যগণের আদি, নিশিদিন পূজে দেবে
আমারে অনেক ভাবে ; থাকি ভবে বহু ভাবে ॥

ময়া সোঽন্নমত্তি যো বিপশ্যতি যঃ প্রাণিতি য ঈং শৃণোত্যুক্তম্। অমন্তবো মাং ত উপক্ষিয়ন্তি, শ্রুধি শ্রুত শ্রদ্ধিবং তে বদামি ॥ ৪

ভুঞ্জে অন্ন ভোক্তৃগণ আমারি শকতি বলে
জীবনে বাঁচিয়া রয় শ্বাস-প্রশ্বাসের কলে ॥
দেখে শোনে, সবে যাহা আমারি প্রভাবে সব।
মম শক্তি বিনা বিশ্ব স্পন্দহীন, সুনীরব ॥
শ্রদ্ধাবান্ লভে যাহা সেই তত্ত্ব বহু-শ্রুত
কহি শোন, মনে রেখো, উপদেশ মনঃপূত ॥

অহমেব স্বয়মিদং বদামি, জুষ্টম্ দেবেভি রুত মানুষেভিঃ। যং কাময়ে তং তমুগ্রং কৃণোমি, তং ব্রহ্মাণম্ তমৃষিং তং সুমেধাং। ৫

মরামর করে সদা যেই তত্ত্ব অন্বেষণ।
তোমায় কহিনু নিজে, মনে রেখ সর্ব্বক্ষণ ॥
দয়া করি আমি যারে যোগী ঋষি করি তায়।
ব্রহ্ম পদ সেই জন সহজে তখনি পায় ॥

অহং রুদ্রায় ধনুরাত নোমি, ব্রহ্মদ্বিষে শরবে হন্তবা উ। অহং জনায় সমদং কৃণোম্যহং দ্যাবাপৃথিবী আ বিবেশ ॥ ৬

বিস্তারিনু রুদ্রধনু ব্রহ্মদ্বেষী মহা সুরে
সাধুজন রক্ষিবারে সংহারিনু সে ত্রিপুরে ;
তারিবারে সাধুগণে আমিই সংগ্রাম করি।
নিখিলে আমারি সত্তা আমি কারে নাহি ডরি ॥

অহং সুবে পিতর মস্য মূর্দ্ধন্, মম যোনি রপ্স্বন্তঃ সমুদ্রে। ততো বি তিষ্ঠে ভুবনানি বিশ্বো তামূং দ্যাং বর্ষ্মণোপস্পৃশামি। ৭

অনন্ত আকাশ সৃষ্টি, জানিও, আমার অই
জলময় দেবতনু সাগর-সলিলে রই ॥
তন্তুতে পটের প্রায় কার্য্য আমাতেই রয়
নিখিল কারণ আমি সর্ব্বব্যাপী মোরে কয় ॥

অহমেব বাত ইব প্র বা, ম্যারভমাণা। ভুবনানি বিশ্বা পরো দিবা। পর এনা পৃথি, ব্যৈতাবতী মহিনা সম বভূব ওঁ তৎ সৎ ॥ ৮

আমি হই নিখিলের কারণ-রূপিণী
স্বতন্ত্র, স্বাধীনা—যথা বহে সমীরণ
আপন ইচ্ছায় ; আমি মায়া-স্বরূপিণী
কূটস্থ চৈতন্যরূপা, নিজ মহিমায় ॥

(বিবাহ মন্ত্র)

প্রেম-পারাবার পরমেশ্বরের পাদপদ্মে মিলিত হওয়াই পরম-পুরুষার্থ। সেই মিলনের জন্যই প্রেমের সাধনার প্রয়োজন। সেই সাধনায় নর-নারী

পরস্পরকে সাহায্য করে। সেই জন্যই এই বিবাহ-বন্ধন। ভোগের জন্য মোটেই নহে। আর্য্য ঋষিদের-পবিত্র-বিবাহ প্রথা সমাজের প্রকৃষ্ট কল্যাণ সাধন করিয়াছে। বিবাহের বৈদিক মন্ত্রগুলি পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন, কি সুন্দর নিয়মগুলি বিধিবদ্ধ হইয়া সমাজের কল্যাণ সাধন করিতেছে। শালগ্রাম শিলা, অগ্নি ও ব্রাহ্মণ-সম্মুখে উভয়কেই কতদূর গুরুতর দায়িত্ব-ভার গ্রহণ করিতে হয়, তাহা মন্ত্রগুলি আলোচনা করিলেই বেশ বুঝিতে পারা যায়। স্বামীর প্রতি স্ত্রীর যেমন একটা কর্ত্তব্য আছে, স্ত্রীর প্রতিও স্বামীর একটা বিরাট্ কর্ত্তব্য আছে। একদিকে মনু বলিতেছেন—

"বিশীলঃ কামবৃত্তোবা গুণৈর্ব্বা পরিবর্জ্জিতঃ।
উপচর্য্যঃ স্ত্রিয়াসাধ্ব্যা সততং দেববৎ পতিঃ॥
নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথক্ যজ্ঞো নব্রতং নাপ্যুপোষিতঃ।
পতিং শুশ্রূষতে যেন তেন স্বর্গে মহীয়তে॥

দুর্ব্বৃত্ত, লম্পট কিংবা গুণহীন যদি পতি
দেবতার মত তাঁরে সেবিবে সতত সতী॥
উপবাস, যাগ-যজ্ঞ নাহি তার এ ধরায়
স্বামী-সেবা-মাত্র করি' সতী স্বর্গ লোকে যায়॥

অন্য দিকে আবার বলিতেছেন ;—

যত্রনার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্ব্বাস্তত্রা ফলাঃ ক্রিয়াঃ॥

যে কুলে রমণীগণ সর্ব্বদা পূজিত হন
বিরাজে সন্তুষ্টচিত্তে তথা নিত্য দেবগণ।
অবজ্ঞার কশাঘাত যেখানে সতত হয়
সেখানে নিষ্ফল হয় পুণ্য-ক্রিয়া-কর্ম্মচয়॥

বিবাহ আট প্রকার থাকিলেও ব্রাহ্ম্য বিবাহই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। গুণবান্ পাত্রকে আহ্বান করিয়া সাধ্যমত-অলঙ্কৃত-কন্যাদানকে ব্রাহ্ম্য বিবাহ বলে। পণগ্রহণ-প্রথা অতীব নিন্দনীয়। শাস্ত্রকার বলিয়াছেন—

"তদ্দেশং পতিতং মন্যে যত্রাস্তে শুক্রবিক্রয়ী"

যে দেশে পণগ্রহণকারী বাস করে সে দেশও পতিত হয়।

কিন্তু যুগধর্ম্মের প্রভাব সমস্ত শাস্ত্র-বাক্যকে পদদলিত করিয়া স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। পতি-পত্নীর আদর্শ প্রাচীন ইতিহাসে যথেষ্টই আছে; দুঃখের বিষয় সীতা-সাবিত্রীর মত পত্নী সকলেই কামনা করে কিন্তু, রাম বা সত্যবানের মত চরিত্রবান্ হইতে কয়জনের চেষ্টা আছে? সেইরূপ রামের ন্যায় স্বামী পাইতে অভিলাষিণী অনেক রমণী আছেন, কিন্তু সীতার ন্যায় সতীধর্ম্ম-পালনে কয়জনের চেষ্টা আছে, ইহাই যুগধর্ম্মের প্রভাব। যাহা হউক, যতদূর সম্ভব বৈদিক মন্ত্রের আলোচনা করিয়া ঋষিদের বাণী যতটুকু পারা যায় গার্হস্থ্য-ধর্ম্মাবলম্বীর পালনীয়। তাহাতেই কল্যাণ হইবার সম্ভাবনা।

পাণিগ্রহণ মন্ত্রে পাঠ্য—

ওঁ মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধাতু মমচিত্তম্ 'অনুচিত্তং তে অস্তু। মম বাচমেকমনা জুষস্ব বৃহস্পতিষ্ট্বা নি যুনক্তু মহ্যম্।

হে বধু আমার, ধরমে করমে তোমার মরম খানি—
থাকুক লাগিয়া, পালুক সতত আমারি আদেশ-বাণী॥
মোর মতিপিছু ছুটে যাক্, বধু, নিয়ত তোমার মতি।
আমারি লাগিয়া করুক নিয়োগ তোমা-ধনে 'বৃহস্পতি॥

২। ওঁ গৃভ্ণামি তে সৌভগত্বায় হস্তং ময়াপত্যা জরদষ্টির্যথাসঃ। ভগো অর্য্যমা সবিতা পুরন্ধি র্মহ্যং ত্বা দুর্গার্হপত্যায় দেবাঃ।

সৌভাগ্য লভিতে, বধু! তব কর করিনু গ্রহণ,
দীর্ঘজীবী হয়ে যেন করি দোঁহে কল্যাণ-সাধন।
গৃহ-ধর্ম্ম পালিবারে দিছে তোমা যত দেবগণ—
সবিতা, অর্য্যমা, পূষা কৃপাকরি মোরে এইক্ষণ ॥

৩। ওঁ অঘোরঃ চক্ষু-রপতিঘ্ন্যেধি শিবা পশুভ্যঃ সুমনাঃ সুবর্চ্চাঃ। বীরসূ র্জ্জীবসূর্দেবকামা স্যোনা, শন্নো ভব দ্বিপদে শং চতুষ্পদে।

অয়ি বধু! সুখ দিও সর্ব্ব প্রাণিগণে
সতত সরল-দৃষ্টি হইও ভবনে।
না করিও পতি-হিংসা, হও তেজস্বিনী,
দেবকার্য্যরতা হয়ে বীর-প্রসবিনী ॥

৪। ওঁ আ নঃ প্রজাং জনয়তু প্রজাপতিরাজরসায় সমনক্ত্বর্য্যমা। অদুর্ম্মঙ্গলীঃ পতিলোকমা বি শন্নো ভব দ্বিপদে শং চতুষ্পদে ॥

দোঁহে দিন প্রজাপতি সন্ততি সরল মতি
করুন অর্য্যমা দেব শুভ সম্মেলন।
আমাদের প্রেমধন রহে যেন আজীবন,
কর তব পতি-কুলে কল্যাণ-সাধন ॥
কল্যাণ-দায়িনী হ'য়ে পতিকুলে প্রবেশিয়ে
কল্যাণ-কারিণী হও তুমি সবাকার।
নর কিংবা পশুগণে সদা সাধু আচরণে
তুষ্ট করো, প্রিয়তমে, সতত সংসার ॥

৬। ওঁ অপ্রজস্তং পৌত্রমর্ত্ত্যং, পাপ্মান মুতবা অঘং। শীর্ষ্ণঃ স্রজমিবোন্মুচ্য দ্বিষদ্ভ্যঃ প্রতি মুঞ্চামি পাশং স্বাহা।

পুত্রের মরণ কিংবা তোমার মরণ
অথবা বন্ধ্যাত্ব-দোষ অনিষ্ট-ঘটন।
তোমা হতে মুক্ত করি' এই সবপাশে
নিক্ষেপি অক্লেশে তথা শত্রুর সকাশে—
মস্তক হইতে মাল্য মানব যেমন
অনায়াসে অবহেলে করে উন্মোচন॥

এই মন্ত্রে বধূকে বস্ত্র পরিতে দেওয়া হয়।

৭। ওঁ যা অকৃন্তন্নবয়ন্ যা অতন্বত যাশ্চ দেব্যো অন্তানভিতো হ ততন্থ তাস্ত্বা দেব্যো জরসা সংব্যয় স্বায়ুষ্মতীদং পরিধৎস্ব বাসঃ।

সুতা কাটি' বুনিয়াছে এই বস্ত্র যারা
করিয়াছে পাড়ের রচনা—
তোমারে পরাক বস্ত্র বৃদ্ধকালাবধি
সেই সব সধবা ললনা—
করিয়াছে যারা এর তন্তুর বিন্যাস
আয়ুষ্মতি! পরিধান কর এই বাস॥

৮। ওঁ অগ্নি রেতু প্রথমো দেবতাভ্যঃ। সোঽস্যৈ প্রজাং মুঞ্চাতু মৃত্যুপাশাৎ তদয়ং রাজা বরুণোঽনুমান্যতাং। যথেয়ং স্ত্রী পৌত্রমঘং ন রোদাৎ-স্বাহা।

ইন্দ্রাদি-দেবতামাঝে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যিনি
আসুন বিবাহে হেথা, অগ্নিদেব তিনি।

এ বধূর ভবিষ্যৎ সন্ততি ধরায়
মৃত্যু পাশ মুক্ত হ'ক, ইঁহার কৃপায়।
করুন বরুণ রাজা ইহা সমর্থন,
পুত্র শোকে বধূ যেন না করে রোদন ॥

৯। ওঁ ইমামগ্নিস্ত্রায়তাম্ গার্হপত্যঃ প্রজামস্যৈ জরদষ্টিং কৃণোতু। অশূন্যোপস্থা জীবতামস্তু মাতা। পৌত্রমানন্দ-মভিবিবুধ্যতাং ইয়ং স্বাহা।

গার্হপত্য অগ্নি এবে করুক পালন,
পতিসনে চিরদিন থাকুক মিলন।
কুটিল-করাল-কাল-কবলে অকালে
এর পুত্র নাহি যেন যায় কোন কালে।
সন্ততি-আনন্দ-রস উপভোগ করি'
নানা ভাবে তৃপ্ত হোক্ বধূ ধরাপরি ॥

বধূর হস্তে ধরিয়া আগনের নিকট দাঁড়াইয়া বরকে পড়িতে হয়।

১০। ওঁ যদৈষি মনসা দূরং, দিশোঽনু পবমানো বা। হিরণ্য বর্ণো বৈকর্ণঃ স ত্বা মন্মনসা করোতু শ্রীঅমুকি দেবি।

চলেছো আমার সাথে, ওগো সাথী মোর,
ছিঁড়িয়া স্বজনগণ-দৃঢ়-মায়া-ডোর।
উৎকণ্ঠা লইয়া চিতে চাহিতে চাহিতে
চারিদিক্, ওগো প্রিয়ে, চলেছ ত্বরিতে।
বায়ু, সূর্য্য, অগ্নিদেব যেন এ ধরায়
মোর প্রতি একচিত্তা করেন তোমায়।

আমারে পাইয়া সব দুঃখ যাও ভুলি'
দেবতার আশীর্ব্বাদ শিরে লহ তুলি' ॥

বর কন্যার বস্ত্রাঞ্চলে গাঁট ছড়া বাঁধিবার মন্ত্র।

১১। ওঁ যথেন্দ্রাণী মহেন্দ্রস্য স্বাহা চৈব বিভাবসোঃ রোহিণী চ যথা সোমে দময়ন্তী যথা নলে। যথা বৈবস্বতে ভদ্রা বশিষ্ঠে চাপ্যরুন্ধতী যথা নারায়ণে লক্ষ্মীস্তথা ত্বং ভব ভর্ত্তরি।

বশিষ্ঠের পত্নী যথা দেবী অরুন্ধতী,
শ্রীবিষ্ণু-হৃদয়-লক্ষ্মী কমলা শ্রীমতী।
নলের মহিষী ভৈমী, রোহিণী চন্দ্রের,
বাসবের শচী যথা, স্বাহা অনলের।
বৈবস্বত শমনের ভদ্রা পত্নী যথা,—
তুমিও পতির হও অনুগতা তথা ॥

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।

বিবাহের অবশিষ্ট মন্ত্র এবং অন্যান্য বৈদিক মন্ত্রগুলির পদ্যানুবাদ
পরবর্ত্তি খণ্ডে দেওয়া গেল।